Sunniduniya.in

লেখকের লিখিত গ্রনহাবলী

১। তোহফায়ে কালিমী (যিকির সম্পর্কিত)।
২। মুনকাশিফ (মুনশায়েব এর শারাহ)।
৩। কাশফুল আদাব (ফায়যুল আদাব এর শারাহ) প্রথম খন্ড।
৪। আযীযুল আদাব (মাজানীয়ুল আদাব এর শারাহ)।
৫। এতেকাফের নিয়ম ও মসায়েল।
৬। নাগমাতে কালিমী (নাত ও গজলের বই)।
৭। নাগমাতে আযীযী।
৮। তাযকেরায়ে মাশায়েখে পান্ডুয়া।
৯। ইলম এবং আলেমসম্প্রদায়।
১০। ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।
১১। ইমামের অনুসরণে কেরাতের হুকুম।
১২। আ'লা হযরত-এর মহান ব্যক্তিত্ব।
১৩। ফুরফুরাপন্থীদের হাক্বীক্বত
১৪) রুকুর আগে ও পরে হাত উত্তোলনের বিধান

Published by.:
SERAJIA LIBRARY
BARA BAGAN, MANIKCHAK, MALDA (W.B.)

ফুরফুরাপন্থীদের হাক্বীক্বত

Sunniduniya.in

লেখকঃ-আযীযে মিল্লাত মুফতী
মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

প্রকাশনায়ঃ সেরাজিয়া লাইব্রেরী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা (পঃ বঃ)

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

ফুরফুরা পন্থীদের হাক্বীক্বত

লেখক

আযীযে মিল্লাত

মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

বড় বাগান, মানিকচক, মালদহ।

Mob: 9734135362

–ঃঃ শাইখুল হাদীস ঃঃ–

মাদ্রাসা গাওসিয়া ফাসিহীয়া মাদীনাতুল উলূম

সাং– খালতিপুর, থানা – কালিয়াচক, জেলা – মালদা।

পুস্তকের নাম ঃ

ফুরফুরা পন্থীদের হাক্বীক্বত

লেখক ঃ আযীযে মিল্লাত মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী।

–ঃঃ পরিমার্জনায় ঃঃ–

ডাঃ মোহাঃ জাহাঙ্গীর আলাম

সাং– কাহালা, উত্তর লক্ষীপুর, কালিয়াচক, মালদহ।

প্রথম প্রকাশ ঃ– এপ্রিল, ২০১৭

প্রকাশন সংখ্যা ঃ ১১০০ কপি।

–ঃঃ অক্ষরবিন্যাস ঃঃ–

আশরাফিয়া কম্পিউটার প্রিন্ট

প্রোঃ মোহাঃ সামিম আখতার

স্থানঃ মোথাবাড়ী (লাবু মোড়), মালদা।

মোবাইল ঃ– ৯৮৫১৭৮৪৫৭৭ / ৮৭৫৯১৪৯৯৯০

প্রকাশক ঃ **সেরাজিয়া দারুল ইশায়াত।**

বড় বাগান, মানিকচক, মালদহ।

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

অভিমত

বাংলার গৌরব শেরে রাযা মুনাযিরে আহলে সুন্নাত ফাক্বীহে বাঙ্গাল হযরত আল্লামা মাওলানা **মুফতি মোঃ আলিমুদ্দিন রেজবী** (আতালাল্লাহু তা-আলা উমরাহু অ-ফাযলাহু) এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড.।

শিক্ষক ঃ **নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা**
রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।

بسم الله الرحمن الرحيم
مبسملاو حامداو مصلياو مسلما

পশ্চিম বাংলার তরুন সু-লেখক ও ইসলামী গবেষক আযীযে মিল্লাত হযরাতুল আল্লাম **মুফতী মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী** (হাফিযাহুল্লাহু তালা) বর্তমান শাইখুল হাদীস জামিয়া, গওসিয়া, ফাসিহিয়া, মাদীনাতুল উলূম (খালতীপুর, কালিয়াচক, মালদা, পঃবঃ) বিরচিত

"ফুরফুরা পন্থীদের হ্যক্বীক্বত"

নামক বইটির পান্ডু লিপি খানা পাঠ করে, আমি খুব আনন্দিত হলাম। পশ্চিম বঙ্গের বুকে এই ধরনের বই নাই বললে-ই চলে। বইটির নাম শুনে-ই পাঠক মহল টের পেয়ে যাবেন যে, বইটির মূল আলোচ্য বিষয় বস্তু কী ? সরল প্রাণ সাধারণ মুসলমানদের হাতে, এই জাতীয় বই-পুস্তক অনেক আগে-ই আসা উচিৎ ছিল বলে আমি মনে করি। কিন্তু কবির ভাষায় –

اے رضا ہر کام کا اک وقت ہے
دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا

ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে "ALL THAT GLLITERS IS NOT GOLD" যার ভাবার্থ হল চকচক করলেই সোনা হয়না। মনে রাখা ভাল যে, হাতির খাওয়ার দাঁত আলাদা এবং দেখানোর দাঁত আলাদা।

ফুরফুরা পন্থীদের বাহ্যিক কিছু আমল, সুন্নীদের মতই। যার কারণে সাধারণ সুধী মুসলমান যথেষ্ট অন্ধকারে রয়েছেন। ফুরফুরাপন্থীদের আক্বীদা কিরুপ মূলত ! তার-ই সদ্দওর দিয়েছেন লেখক তাঁর এই বই-এ।

বিরোধী হলে-ই বাড়াবাড়ী আর সুন্নী হলে-ই সাত খুন মাফ এমন পন্থা মোটে-ই অবলম্বন করেননি লেখক। ফুরফুরা পন্থীদের গুরুজনদের লিখা বই পুস্তক জোগাড় করে তাদের বই পত্রের নাম খঃ ও পৃঃ উল্লেখ করে মূল এবারতের উদ্ধৃতি দিয়ে, অতি দৃঢ়তার সহিত ফুরফুরা পন্থীদের কে যে ভাবে অ-সুন্নী প্রমান করা হয়েছে, তাতে আর কারো কোন অসুবিধা হবেনা তাদের কে চিনতে। ইনশা আল্লাহ। বইটি ক্রয় করে নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করে, আসলে কে সুন্নী ? আর কে সুন্নী নয়। তার সঠিক বিচার বিবেচনা করার অনুরোধ রইল পাঠক মহলের খিদমাতে।

পরিশেষে লেখকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও বইটির বহুল প্রচার কামনা করছিআল্লাহ পাকের দরবারে।

তাং– ১১/০৩/২০১৭

ইতি –
খাদিমে মাসলাকে আ'লাহযরাত
মোহাঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর,
মুর্শিদাবাদ।

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	1
দেওবন্দী বলতে কাদের বুঝানো হয়।	2
ফুরফুরাপন্থীরা আসলে দেওবন্দী।	7
ফুরফুরা ফাতেহীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার ফতওয়া।	10
ফুরফুরাপন্থীরা সুন্নী নয়।	12
যারা বড় দল থেকে পৃথক তারা পথভ্রষ্ট।	13
ফুরফুরা সিলসিলা ওহাবীয়াতের একটি শাখা।	15
সায়্যেদ আহমাদ শুধু ওহাবী নয় ! তার প্রবর্তনকারীও।	16
ফুরফুরা সিলসিলা, বাতিল সিলসিলা।	19
নবী ﷺ এর হাযির-নাযির সম্পর্কে ফুরফুরাপন্থীদের অবস্থান।	20
নবী ﷺ এর নূর সম্পর্কে ফুরফুরাপন্থীদের অবস্থান।	20
নবী ﷺ ওলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা সম্পর্কে ফুরফুরাপন্থীদের অবস্থান।	21
নবী ﷺ এর ইলমে গায়েব সম্পর্কে ফুরফুরাপন্থীদের অবস্থান।	22
"নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলাল্লাহ" সম্পর্কে ফুরফুরা পন্থীদের অবস্থান।	23
ফুরফুরাপন্থী, ওহাবী ও দেওবন্দী সকলের আক্বীদা মূলত এক।	24
দেওবন্দীদের আক্বীদা (বিশ্বাস)	24
ওহাবীদের আক্বীদা (বিশ্বাস)	25
দেওবন্দীদের মতে ফুরফুরাপন্থীরা মুশরিক।	27
সায়্যেদ আহমাদ ইংরেজদের পালিত গোলাম ছিলেন।	28
সায়্যেদ আহমাদ যোগ্যতাহীন ব্যক্তি ছিলেন।	31
মুজাদ্দিদগণের লিস্টে সায়্যেদ আহমাদ ও দাদাহুযুরের নাম পাওয়া যায় না।	34
সায়্যেদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবী শহীদ নয়।	37
সায়্যেদ আহমাদের সিলসিলার মুরীদ হওয়া যাবে না।	42

ভূমিকা

বিগত বহুবছর যাবৎ ফুরফুরাপন্থী ও সুন্নী হানাফী পন্থীদের মধ্যে একটি অন্তর্দ্বন্দ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ছাড়া কিছু সংখক আলেম ও এই ব্যাপারটা নিয়ে ধোঁয়াসায় রয়েছে। লোকেদের নিকট "কারণ" স্পষ্ট না থাকায় সঠিক পথে কারা ও বাতিল পথে কারা তা বুঝে উঠতে পারছেনা। তাই হক্বও বাতিলের চিহ্নিত করে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে কলম ধরলাম। কারণ আল্লাহ পাক যেমন হক্ব (সত্য) কে প্রকাশ করেছেন সেই রূপ বাতিলকে ও চিহ্নিত করেছেন। এই জন্য যে, দ্বীনে ইসলামের মূল চেতনাই হল তাওহীদের শিক্ষা ও বিরোধীদের দূরীভূতকরণ, বাতিলের পরিচয় ও কারা কারা বাতিল তা চিহ্নিত করে দেওয়া। শুধু পজিটিভ তথা 'হ্যাঁ' বাচকই বলে দেওয়া ,সাথে সাথে নেগেটিভ 'না' বাচক জানিয়ে না দেওয়া দ্বীনের মূল চেতনার পরিপন্থী। সূরা ফাতেহায় আছে–

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎঃ– "আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো ! তাঁদেরই পথে যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো।"

এই আয়াতে "হ্যাঁ" বাচক বলে দেওয়া হয়েছে। আর –

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

অর্থাৎঃ– তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব(বিপদ) নিপাতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।"

এই আয়াতে 'না' বাচক ও বলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং হাক্কানী আলেমদের দায়িত্ব হল কারা হক্ব তা যেমন সাধারণ মুসলমানদের সামনে তুলে ধরা একই সাথে কারা বাতিল তা নাম উল্লেখ পূর্বক চিহ্নিত করে দেওয়া। শুধু আমরা হক্বের উপর আছি বলেদিলে হবে না। কারা কারা না হক্ব (বাতিল) তা চিহ্নিত করে জানিয়ে না দেওয়া দ্বীনের (ধর্মের)

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

মূল চেতনার পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন –

يَاأَيُّهَاالنَّبِى اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

অর্থাৎঃ– "হে নবী ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহর ভয় করো এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না।" (সূরা আহযাব ১ আয়াত)।

আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে যেমন নিজের ভয় করতে বলেছেন তেমনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করতেও নিষেধ করেছেন। সুতরাং হক্বও বাতিল উভয়ই প্রকাশ করেছেন। সবাই সরল প্রাণ মুসলমান বেশী বিভ্রান্তে পড়ে যাচ্ছে, কারণ দেখতে তো সবাই একই মত। প্রকাশ্যে তারাও পাঞ্জাবী টুপি পরিধান করে মুসলমান সেজে থাকে। যেমন আজ কাল মাটির কলা, আপেল, আম, লিচু ইত্যাদি বাজারে বিক্রি হয়। দেখতে অবিকল আসলের ন্যায়, প্রকাশ্যে কোন পার্থক্য বুঝা যায় না, তা দেখে মানুষ ধোকা খেয়ে যায়। কিন্তু তা আদৌ আসল নয়। সেই রকমই উপস্থিত সময়ে কিছু নামধারী মুসলমান বেরিয়েছে যাদের দেখতে অবিকল মুসলমানের ন্যায় কিন্তু তারা বাস্তবে মুসলমান নয়। যেমন দেওবন্দী ওহাবী, কাদয়ানী ইত্যাদি। তাই মুসলমান ! খুব সাবধান।

ইতি –
মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

بسم الله الرحمن الرحيم

لک الحمد یاالله والصلوة والسلام علیک یا رسول الله

وعلی الک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا

দেওবন্দী বলতে কাদের বুঝানো হয়

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা জনাব কাসিম নানূতবী, রাশীদ আহমাদ গাঙ্গূহী, আশরাফ আলী থানবী , খলীল আহমাদ আম্বেঠবী এবং তাদের অনুসারীগণকে দেওবন্দী বলে আখ্যায়িত করা হয়। উল্লেখিত ওলামা নিজ নিজ গ্রন্থে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সম্পর্কে কুৎসা ও ভ্রান্ত মতবাদ ব্যাক্ত করেছেন। যথা কাসিম নানূতবী লিখেছেন।

بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی

خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا

অর্থাৎঃ– যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর যামানার পরেও কোন নবীর আবির্ভাব হয় তা হলেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শেষ নবী হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটবে না। (তাহযীরুন নাস ২৫ পৃষ্ঠা)

পাঠক বৃন্দ! নানূতবী সাহেব নবী পাকের শেষ নবী হওয়া অস্বীকার করেছেন, কিন্তু আল্লাহপাক বলেন –

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

অর্থাৎঃ– মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।

২। রাশিদ আহমাদ গাঙ্গূহী সাহেব "ফাতাওয়ায়ে রাশিদিয়ার" দ্বিতীয় খন্ডে লিখেছেন –

یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

অর্থাৎঃ– তাঁকে (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে) ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান) ছিল এইরূপ বিশ্বাস করা স্পষ্টভাবে শির্ক।

৩। খলীল আহমাদ আম্বেঠবী নিজ গ্রন্থ “বারাহীনে ক্বাতেয়া” ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন –

شیطان وملک الموت کا حال دیکھ کر عالم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان وملک الموت کو یہ علم نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے

অর্থাৎঃ– শয়তান ও মালাকুল মাওতের অবস্থা দেখে ফাখরে আলামের জন্য বিশ্বে পরিবেষ্টনকারী বিদ্যার অকাট্য প্রমাণের বিনা দলীলে শুধু মাত্র দুষিত মতামত দ্বারা সাব্যস্ত করা শির্ক নয়তো কোন প্রকারের ঈমানের অঙ্গ, অশয়তান এবং মালাকুল মাওত এর জন্য বিদ্যার প্রশস্ততা অকাট্য দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর বিদ্যার প্রশস্ততার সাব্যস্তের জন্য কোন প্রকারের অকট্য দলীল রয়েছে, যার দ্বারা সমস্ত দলীলকে বাতিল করে এক মাত্র শির্কই সাব্যস্ত করছে ?”

☞ উপরোক্ত এবারতের ফলাফল এটাই হল যে, মালাকুল মাওত তথা হযরত ইজরাঈল এবং ইবলিস (শয়তান) এর বিদ্যার প্রশস্ততাকে তিনি কোরআন ও হাদীস হতে সাব্যস্ত করলেন কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিদ্যার প্রশস্ততার মান্যকারীকে বললেন মুশরিক অর্থাৎ যার মধ্যে ইমানের কোন অংশ নেই। এই দ্বারা তিনটি কথা সাব্যস্ত হচ্ছে। ১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিদ্যা মালাকুল মাওত এবং শয়তান হতে কম। ২) শয়তান এবং মালাকুল মাওত হতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে অধিকতর বিদ্বান মনে করা শির্ক। ৩) শয়তান এবং মালাকুল মাওত উভয়েই বিদ্যার প্রশস্ততায় আল্লাহ পাকের শরিক। কেননা শির্ক হচ্ছে আল্লাহ পাকের সহিত কাউকেও শরীক মান্য করা।

সুতরাং রাশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও খলীল আহমাদ আম্বেঠবী উভয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের বিদ্যা) কে অস্বীকার করেছেন।

☞ কিন্তু মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআনে বলেন.–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎঃ– আর আল্লাহ পাকের এ শান নয় যে,হে সর্ব সাধারণ ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তাঁর রসূলগণের মধ্যে থেকে যাঁকে চান। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং ১৭৯)

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থাৎঃ– অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না আপন মনোনীত রসূলগণ ব্যতীত। (পারা ২৯, সূরা জিন, আয়াত ২৬-২৭)

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ

অর্থাৎঃ– এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন। (পারা ৩০ সূরা তাকবীর, আয়াত ২৪)

৪। দেওবন্দীদের মহান পেশওয়া মৌলবী আশরাফ আলী থানবী, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান) সম্পর্কে কুরুচিকর অভিমত ব্যাক্ত করে নিম্নরুপ গুসতাখী করেছেন।

آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید وعمرو بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات وبہائم کے لئے بھی حاصل ہے

অর্থাৎঃ– “নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর পবিত্র জাতের জন্য ইলমে গায়েব সাব্যস্ত করা যদি যায়েদের কথা অনুযায়ী সঠিক হয় তবে

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে এই গায়েবের (গুপ্ত তথ্যের) উদ্দেশ্য কী কতিপয় গায়েব অথবা সম্পূর্ণ গায়েব ? যদি 'বায উলুমে গায়বীয়া'(কতিপয় গুপ্ত বিদ্যাই) উদ্দেশ্য হয় তাহলে এতে হুযুরেরই বাকি বিশেষত্ব ? এই রুপ ইলমে গায়েব (গুপ্ত বিদ্যা) তো যায়েদ, আমর বরং বালক, পাগল এমনকি পশুপক্ষীকুল ও জন্তুদিগের জন্যও সাব্যস্ত রয়েছে। (হিফযুল ঈমান ৮ পৃঃ)

☞ থানবী সাহেব যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য 'বায'(কতিপয়) ইলমে গায়েব স্বীকার করেছেন কিন্তু আবার সাধারণ মানুষ, বালক, পাগল, পশুপক্ষী ও চতুষ্পদ জন্তুর (অর্থাৎ গাধা,কুকুর,শূকর ইত্যাদির) সমতূল্য করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর মর্যাদাহানী করতঃ নিজ ধৃষ্টতার প্রমাণ দিয়েছেন।

☞ হানাফী মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু "কেতাবুল খারাজ" এর মধ্যে লিখেছেন –

اَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ كَذَّبَهُ اَوْعَبَّهُ

اَوْتَنَقَّصَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَبَانَتْ مِنْهُ اِمْرَاَتُهُ

অর্থাৎঃ– যে ব্যাক্তি মুসলমান হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শানের(মর্যাদার) প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে অথবা হুযূরের দিকে মিথ্যার সম্বোধন করে অথবা হুযূরের প্রতি কোন প্রকারের কলঙ্ক আরোপ করে অথবা যে কোন প্রকারেই হউক হুযূরের মর্যাদাকে খর্ব করে সে অবশ্যই কাফির, খোদা পাকের অস্বীকার কারী হয়ে গেল এবং তার স্ত্রী তার বিবাহ থেকে বহির্ভূত হল।" শেফা শরীফ, বাযাযীয়া এবং ফাতাওয়া খায়রীয়া ইত্যাদি কেতাবের মধ্যে আছে –

اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ اَنَّ شَاتِمَهُ ﷺ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَّ فِىْ عَذَابِهٖ وَكُفْرِهٖ كَفَرَ

অর্থাৎ ঃ– সমগ্রহ মুসলমানগণের এই কথার উপর ইজমা (একমত) রয়েছে যে, যে ব্যক্তি নবী আলাইহিস সালামের পবিত্র শান (মর্যাদার) প্রতি গুসতাখী (অসভ্য আচরণ) করে সে কাফির এবং যে ব্যক্তি ঐ অসভ্য আচরণকারীর দোযখবাসী ও কাফির হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ করবে সেও কাফির হবে।"

☞ উপরোল্লেখিত দেওবন্দের শীর্ষস্থানী আলেমগণ তথা দেওবন্দীদের কেন্দ্রীয় আলেম সমাজের মাত্র কয়েকটি ভ্রান্ত মতবাদ ও উক্তির সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হল, এতেই আমার মনে হয় যে, একথা প্রকাশ পেয়েছে যে, তারা নবী প্রেমিক নয়, নবী দ্রোহী, বাস্তবে হাদীস ও ক্বোরআন অনুসারী, না নিজ স্বার্থে মনগড়া মত ও পথের প্রচারকারী।

এখানে শুধু মাত্র বিশিষ্ট চার জন আলেমেরই একটা করে উক্তি উপস্থাপণ করলাম এছাড়া আরও অন্যান্য দেওবন্দী আলেমদের কেতাব গুলি নবীপাক তো নবীপাক আল্লাহ পাকের ও গুসতাখী কুৎসা ও ভ্রান্ত মন্তব্যে ভরে পড়ে রয়েছে। যার কারণে দেওবান্দী আলেমদের প্রতি আহলে সুন্নাত তথা হানাফী শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বালী চারও মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় মুফতীগণ; মক্কা মদীনা এবং অন্যান্য দেশের মুফতীগণও কাফির ও জিন্দিকের ফতওয়া দিয়েছেন। এবং এটাও বলেছেন যে, যারা তাদের কাফের ও দোযখী হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে তারাও কাফির বলে গন্য হবে। দেখুন (হুসামুল হারামাইন শেফাশরীফ ১১৫, ১১৬ পৃষ্ঠা)

ফুরফুরাপন্থীরা আসলে দেওবন্দী

প্রমাণ নং – ১

ফুরফুরাদের প্রাণ মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের যোগ্য ও মনোনীত খলীফা আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরী "তরদিদে এয়াদাতে হাফাওয়াতে কাছেমী" কেতাবে লিখেছেন – "যে সময় দেওবন্দী কতিপয় আলেমকে ওহাবী কাফের ইত্যাদি ফতওয়া প্রচার করিয়া বাংলা আসামে মহা হৈচৈ হইতেছিল। জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দ বাংলা আসামে প্রসার লাভ করিতে পারিতেছিল না। ফুরফুরার মহামান্য পীর ছাহেব কেবলা জমিয়াতে ওলামায়ে সমর্থন করায় আল্লামা রুহুল আমীন ছাহেবেরে প্রানপণ চেষ্টা ও প্রচারের ফলে বাংলা আসামে জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দের প্রসার প্রতিপত্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিয়াছিল এবং ফতওয়া করিলেন যে, "দেওবন্দী আলেমগণ অহাবী কাফের নয়" তখন তাহাদের উপর হইতে উক্ত কলঙ্ক দুরীভূত হইয়াছিল। (পৃষ্ঠা নং ১২৭)

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

☞ উপরোক্ত আলোচানায় সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় যে বাংলা আসামে দেওবন্দী মতবাদ প্রচার-প্রসার হওয়াতে ফুরফুরাবীদের বিরাট অবদান রয়েছে এবং শুধু তাই নয় আবূ বকর সিদ্দিকী ও রুহুল আমীন সাহেব দেওবন্দী আলেমগণ ওহাবী, কাফের নয় বলে প্রাণপণ প্রচার চালিয়ে তাদের কলঙ্ক মুছেছিলেন। যেই দেওবন্দী আলেমগণের প্রতি তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও কুফরী আকীদাহ পোষণ করার কারণে ওলামায়ে ইসলাম তথা ২৬৮ জন ভারতের মুফতী ও মক্কা, মদীনার ৩৩ জন প্রসিদ্ধ মুফতীগণ কাফের ও জিন্দীক বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন।

প্রমাণ নং- ২

এবার জনাব রুহুল আমীন সাহেবের নিজস্ব মত দেখুন দেওবন্দী আলেমদের সম্বন্ধে কি বলেছেন "দেওবন্দী মাওলানাগণের সহিত আমাদের কয়েকটি ফরুয়াত মছলা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। (ফাতাওয়া আমিনিয়া পঞ্চম ভাগ ৭৪ পৃষ্ঠা, বশিরহাট নবনূর কম্পিউটার হতে প্রকাশিত)।

☞ প্রিয় পাঠক! রুহুল আমীন সাহেব বলছেন যে, দেওবন্দী ওলামাদের সাথে আমাদের কয়েকটি ফরুয়াত (ছোট ছোট) মসলা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, যাতে প্রকাশ্য বোঝা যায় যে, আক্বীদাহ (ধর্মিয় মূল বিশ্বাস) গত ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই; উভয়ই এক।

প্রমাণ নং- ৩

ফুরফুরার প্রাণ রুহুল আমীন সাহেব লিখেছেন। "এই রুপ আরও কতিপয় মছলাতে তাঁহারা (দেওবন্দী আলেমগণ) দুনিয়ার বিরাট ছুন্নী আলেমদের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন, এজন্য হয়ত হিন্দুস্থানের একদল আলেম তাহাদের উপর কাফেরি ফৎওয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আমরা বলি, মানুষ মাত্রেই ভুল ভ্রান্তি আছে, তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক মছলাগুলির উপর আমরা আমল করিবনা কিন্তু তাহাদিগকে কাফের অহাবি ইত্যাদি বলিয়া নিজের রসনাকে কলুষিত করা উচিত নহে।" (ফাতাওয়া আমিনিয়া ৫ খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)

☞ প্রিয় পাঠক! উপরের উক্তিটিকে বার বার মন দিয়ে পড়ুন তবে বুঝতে পারবেন রুহুল আমীন সাহেবের চালাকি, কিভাবে তাদের সাফাই পেশ করেছেন। দেওবন্দী আলেমদের শুধু মাত্র ভ্রান্তিমূলক মসলাগুলির উপর আমল

করে না তাছাড়া সমস্ত দেওবন্দী মতের মসলার উপর আমল করেন। এতেই বুঝা যায় যে, ফুরফুরাপন্থীরা দেওবন্দী, কারণ তাদের প্রতি দুনিয়ার বিরাট সুন্নী আলেমগণ কাফেরের ফতওয়া দিলেন আর রুহুল আমীন সাহেব অবৈধ ভাবে তাদের সাফাই পেশ করে নিজ হৃদয়ে ইস্থান দিলেন। দুনিয়ার বিরাট সুন্নী আলেমগণ ও তো বলতে পারতেন যে, আমরা দেওবন্দী আলেমদের ভ্রান্তগুলিকে মানি না এটা তাদের ইজতেহাদী ভ্রমের তুল্র, তারা খাটি সুন্নী। কিন্তু তা না বলে সুন্নী আলেমগণ তাদের উপর কুফর ও জিন্দীক হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেছেন। প্রিয় টাঠক! এখানে রুহুল আমীন সাহেব সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে কত বড় প্রতারণায় ফেলে নিজের পীর সাহেবদের পীরত্ব ও স্বীয় খেলাফতীকে বাঁচিয়েছেন।

প্রমাণ নং- ৪

দাদা হুযূরের পৌত্রগণের মধ্যে সর্ববয়োজ্যেষ্ঠ ও বংশের মুরব্বী পীর সাইফুদ্দীন সিদ্দীকী "আদ দাওয়াহ" গ্রন্থের ১০২ নাম্বার পৃষ্ঠায় লেখেন "তবে আমরা ফুরফুরা সিলসিলার অনুসারীগণ মাওলানা আহমাদ রেজা খান (আলা হযরত) কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত কাফের ফতওয়ার কারণে ব্যথিত হয়েছি। আর তাঁর ফতওয়ার সাথে আমরা একমত নই।"

☞ প্রিয় পাঠক! দেখুন দেওবন্দীদের প্রতি কুফুরের ফতওয়া পতিত হওয়ার কারণে ফুরফুরাবীদের মনোনিত পীর শাইখুল হাদীস সাইফুদ্দীন সিদ্দীকী চরম ব্যথিত এবং সেই ফতওয়ার সাথে একমত নন। যে ফতওয়া সম্পর্কে রুহুল আমীন সাহেব বলেছেন, "দুনয়ার বিরাট ছুন্নী আলেমগণ ফতওয়া প্রদান করেছেন" তাহলে বুঝা যায় যে, ফুরফুরাবীরা দুনিয়ার বিরাট আলেমদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা সামান্য এবং দেওবন্দীদেরকে ফতওয়া দেওয়াতে সাইফুদ্দীন সাহেবের ব্যথিত হওয়াই; প্রমাণ করে যে তারা দেওবন্দী অনুসারী।

প্রমাণ নং- ৫

সাইফুদ্দীন সাহেব আরও লিখেছেন, "দেওবন্দীগণের সাথে আমরা সর্বকালেই এক মঞ্চে কাজ করেছি এবং এখনও করে চলেছি। তাদের সাথে আমাদের সিলসিলার আকাবিরগণের সুসম্পর্ক আগাগোড়াই ছিল, এখনও যারা যোগ্য ও সত্যিকারে দেওবন্দী তাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক আছে,

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

বরাবরই আমাদের আকাবিরগণ দেওবন্দীদের কিতাব-পত্র থেকে বিভিন্নভাবে বরাত দিয়ে থাকেন।” (আদ দাওয়াহ ১০৩ পৃষ্ঠা)

☞ প্রিয় পাঠক! আরও কি প্রমাণ লাগবে ? দেখুন সাইফুদ্দীন সাহেবের বয়স এখন প্রায় ৮০ বৎসর আর তিনি বলছেন যে, আমরা সর্বকালেই একমঞ্চে কাজ করেছি এবং এখনও করে চলেছি। এবং যারা দেওবন্দীদের যোগ্য তাদের সাথে এখনও সুসম্পর্ক আছে, তাদেরই কেতাব পত্র পড়ি। তাহলে বুঝা যায় যে, ফুরফুরাবীদের সম্পর্ক দেওবন্দীদের সাথে ৮০ বৎসর আগে কি তারও পুর্বকাল থেকেই আছে। আর কেনেই বা থাকবেনা জলটা তো সেখানকারই।

প্রমাণ নং – ৬

সাইফুদ্দীন সাহেব “আদ দাওয়াহ” গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় আরও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের অর্থাৎ ফুরফুরা সিলসিলার মূলই হচ্ছে দেওবন্দী ও ওহাবী দেখুন তিনি লিখেছেন, “শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে দেওবন্দ ও ফুরফুরা সিলসিলার মাঝে মিল (আগে লিখেছেন) সৈয়দ আহমদ বেরলভী শহীদ হয়ে উপমহাদেশে যে তিনটি প্রসিদ্ধ সিলসিলা ও হক্ব মাশরাব বের হয়েছে তা হল – (১) জৈনপুরের মাওঃ কারামাত আলী জৈনপুরী – এর সিলসিলা (২) ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী এর সিলসিলা (৩) দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাগণও মাদ্রাসা থেকে বের হওয়া শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ।” (আদ দাওয়াহ ১০৩ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৭

ফুরফুরা ফাতেহীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার ফতওয়া

ওলামায়ে কেরাম কি বলিতেছেন এই নিম্ন লিখিত মসলা সমন্ধে ঃ–

আশরাফ আলী থানবী, রাশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী এবং কাসিম নানূতবী তাহারা কি রুপ আলেম ? তাঁদের অনুসারীদের পিছনে নামাজ হবে কিনা? দয়া করিয়া দলীল সহ উত্তর দিবেন।

ইতি –

আব্দুশ শুকুর

গ্রাম – বামন গ্রাম, কামাত পাড়া,

কালিয়াচক, মালদা।

উত্তর ঃ–

বর্ণিত ওলামায়ে কেরামগণ আহলে সুন্নাতুল জামাতের হক্ব ওলামা এবং হানাফিয়াগণের জন্য খুঁটি স্বরূপ, তাঁহাদের অনুসরণকারীদের পিছনে অবশ্যই নামাজ হইবে।

ইতি–

আহকার

আব্দুল মান্নান

মুফতী ঃ ফুরফুরা ফাতেহীয়্যা সিনিয়ার মাদ্রাসা

পোঃ ফুরফুরা, জেলা- হুগলী। তাং– ০৫/০১/১৯৮৬

প্রমাণ নং– ৮

কি বলিতেছেন ওলামায়ে কেরামগণ এই মসলা সম্বন্ধে ওলামায়ে দেওবন্দের আক্বীদা কেমন এবং উনাদের অনুসরণকারীদের পিছনে আমাদের অর্থাৎ ফুরফুরাপন্থীদের নামাজ হইবে কিনা ? এবং তাহাদের অনুসরণ করা ঠিক কিনা ? দয়া করিয়া দলীল সহ উত্তর দিবেন।

প্রশ্নকারী ঃ–

১) মোঃ আব্দুস সুকুর

২) মহাম্মাদ হুমায়ুন সিদ্দিকী

সাং+পোঃ বামন গ্রাম

কালিয়াচক, মালদা।

তাং– ১৯/০৫/১৯৮৮

الجواب:

উত্তর ঃ–

হাক্কানী দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামদের পিছনে নামাজ দোরস্ত আছে তাঁদের আক্বীদা ভাল ও তাঁহাদের অনুসরণ জায়েজ আছে।

আহকার

আব্দুল মান্নান

মুফতী– ফুরফুরা ফাতেহীয়্যা সিনিয়ার মাদ্রাসা।

পোঃ ফুরফুরা, জেলা হুগলী।

তাং– ২৮/০৫/১৯৮৮

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

প্রমাণ নং– ৯

সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন, "যারা আকাবিরে ওলামায়ে দেওবন্দকে কাফের বলবে তারা যেন কেউ নিজেদেরকে ফুরফুরা সিলসিলার অনুসারী বলে দাবীনা করে।" (আদ দাওয়াহ ৯৬ পৃষ্ঠা)

ফুরফুরাপন্থীরা সুন্নী নয়।

১। ফুরফুরাবীদের প্রাণ রুহুল আমীন সাহেব লিখেছেন, কতিপয় মছলাতে তাঁহারা (দেওবন্দীরা) দুনিয়ার বিরাট সুন্নী আলেমদের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন।" (ফাতাওয়া আমিনিয়া ৫ খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)

☞ এবার দেখুন দুনিয়ার বিরাট সুন্নী আলেমগণ কারা ?

রুহুল আমীন সাহেব এক প্রশ্নের উত্তর দিতেগিয়ে লিখেন, "তিনি (আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজাখান) অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন, ... তাঁহার শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁহারা খাঁটি ছুন্নী ছিলেন, দেওবন্দীদের কতক আলেমকে তিনি কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়েছেন"। (ফাতাওয়ায়ে আমিনিয়া ৫ খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং সেই যুগে আলা হযরত ছিলেন অদ্বিতীয় আলেম, ও তাঁর শাগরেদ গণও ছিলেন বড় বড় আলেম আর তারাই খাঁটি সুন্নী ছিলেন। তাহলে বুঝা যায় যে ভারত ও পাকিস্থান জুড়ে ইহারাই ছিলেন বড় জমাত (বড় দল) এর শীর্ষস্থানী আলেম ও খাঁটি সুন্নী, আর এই দল কর্তৃক মক্কা ও মদীনার শীর্ষস্থানীয় ৩৩ জন প্রসিদ্ধ আলেম (হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বালী মতের) এবং ভারত, পাকিস্থান ও বাংলা দেশের মহামান্য প্রসিদ্ধ আলেম ও মুফতীগণ, দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমগণ ও তাদের অনুসারীগণকে কাফেরও জিন্দিক বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন এবং এটাও বলেছেন যে, তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়াতে যে ব্যক্তি সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। তাহলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হল যে দুনিয়ার বিরাট আলেম, বড় দল খাঁটি সুন্নী, দেওবন্দীদের প্রতি ফতওয়া প্রদানকারীগণ। আর যারা উক্ত ফতওয়ার প্রতি সহমত নয় তারা "বড় দল" থেকে বিছিন্ন; আহলে সুন্নাত অ জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়।

☞ রুহুল আমীন সাহেব বলছেন ,উক্ত ফতওয়া সম্পর্কে "তাহাঁদের ভ্রান্তিমূলক মছলাগুলির উপর আমরা আমল করিবনা, কিন্তু তাহাদিগকে কাফের অহাবি ইত্যাদি বলিয়া নিজের রসনাকে কলুষিত করা উচিত নহে।" (ফাতওয়া আমিনিয়া ৫ খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)।

☞ রুহুল আমীন সাহেবের ভাষা থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ফুরফুরাপন্থীরা 'বড় দল (আহলে সুন্নাত) এর অনুসারী নয়, কারণ অনুসারী হলে অবশ্যই তারাও দেওবন্দীদের প্রতি ফতওয়া প্রদান করতেন, সুতরাং প্রমাণ হল যে, ফুরফুরাবীরা খাঁটি সুন্নী নয়, তারা দেওবন্দী অনুসারী।

যারা বড় দল থেকে পৃথক তারা পথ ভ্রষ্ট।

১। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন –

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎঃ– তোমরা নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তাদেরই যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় আধিষ্ঠিত। (সূরা নিস, ৫৯ আয়াত)।

☞ হযরত ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন –

اَلْمُرَادُ مِنْ اُوْلِى الْاَمْرِ الْعُلَمَاءُ فِىْ اَصَحِّ الْاَقْوَالِ لِاَنَّ الْمُلُوْكَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَنْعَكِسُ

অর্থঃ– (ক্ষমতায় আধিষ্ঠিত) থেকে বুঝানো হয়েছে আলেম সম্প্রদায়কে বিশুধ্য মতে, কারণ বাদশাহগণের প্রতি আলেম সম্প্রদায়ের আনুগত্য করা ওয়াজিব, কিন্তু তার উল্ট নয়। (ইলম এবং আলেমসম্প্রদায় ৪১ পৃষ্ঠা)

২। আরো বলেছেন, اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ

অর্থাৎ ঃ– এরা হচ্ছে এমন সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদেরই পথে চলো। (সূরা আন'আম, ৯১ আয়াত)।

৩। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন –

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

اِنَّ اُمَّتِی لَا تَجْتَمِعُ عَلَی الضَّلَالَةِ فَاِذَارَأَیْتُم

الْاِخْتِلَافَ فَعَلَیْکُمْ بِالسَّوَادِالْاَعْظَم

অর্থাৎঃ– আমার উম্মাত গুমরাহীর উপর এক মত হবে না। সুতরাং যখন ইখতেলাফ (মতানৈক্য) দেখতে পাবে তখন বড় দলের অনুসরণ করবে।" (ইবনে মাজা শরীফ)

৪। مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ ' فَمَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থাৎঃ– যে ব্যক্তি জমায়াত (বড় দল) থেকে এক অঙ্গুষ্ঠও পৃথক হয়ে মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম শরিফ ২ খন্ড ১২৮ পৃষ্ঠা)।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন,

يَدُاللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ' وَمَنْ شَذَّ شَذَّ اِلَی النَّار

অর্থঃ– "আল্লাহ পাকের রহমত কৃপা জামায়াত (বড় দল) এর সাথেই। আর যে ব্যক্তি আলাদা হল সে আলাদা হয়ে দোযোখের দিকেই গেল।" (তিরামিযী শরীফ)

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পায় যে, জমায়াত (বড় দল) এর আনুসরণ করা অনিবার্জ। আর বড় দল হচ্ছেন তারাই যারা দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমদের প্রতি কুফর ও জিন্দিকের ফতওয়া প্রদান করেছেন। কারণ ফুরফুরার প্রাণ রুহুল আমীন সাহেব বলেছেন, "তাঁরা (দেওবন্দীরা) দুনিয়ার বিরাট সুন্নী আলেমদের বিপরিত মত ধারণ করিয়াছেন।" (ফতওয়া আমিনিয়া ৫ খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)
দেখুন রুহুল আমীন সাহেব ফতওয়া প্রদানকারী আলেমদের ক্ষেত্রে "দুনিয়ার বিরাট সুন্নী আলেম" ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাহলে বুঝা গেল যে, জমায়াত (বড় দল) এক মাত্র দেওবন্দীদের প্রতি ফতওয়া প্রদাণ কারী আলেম গণই।

সুতরাং এদের প্রতিই আল্লাহর রহমত রয়েছে। আর রুহুল আমীন সাহেব বলেছেন উক্ত ফতওয়া সম্পর্কে যে, আমরা এর প্রতি আমল করি না" তাহলে বুঝা গেল যে, ফুরফুরাবীরা বড় দলের (জমায়াতের) অনুসারী নয় বড় দল থেকে পৃথক। এবার প্রিয় পাঠক! নিজেই বিচার করুন ফুরফুরাবীদের স্থান কোথায় ?

ফুরফুরা সিলসিলা ওহাবীয়াতের একটি শাখা।

প্রমাণ নং– ১

আবু বকর সিদ্দিকী (দাদা হুযুর) এর পৌত্রগণের মধ্যে সর্ব বয়োজ্যেষ্ঠ শায়খুল হাদীস সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন, সৈয়দ আহমাদ বেরলভী শহীদ হয়ে উপমহাদেশে যে তিনটি প্রসিদ্ধ সিলসিলা ও হক্ব মাশরাব বের হয়েছে তা হল –
১) জৈনপুরের মাওঃকারামাত আলী জৈনপুরী এর সিলসিলা।
২) ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান আবু বরক সিদ্দিকী এর সিলসিলা।
৩) দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাগণ ও উক্ত মাদ্রাসা থেকে বের হওয়া শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ। (আদ দাওয়াহ ১০৩ পৃষ্ঠা)।

নকশায় দেখুন

সয়্যেদ আহমাদ বারেলবী

(১) মাওলানা কারামাত আলী জৈনপুরীর সিলসিলা

(২) ফুরফুরার দাদা হুযুরের সিলসিলা

(৩) দেওবন্দ অনুসারী আলেমগণ

প্রমাণ নং–২

তিনি (দাদা হুযুর) কোতবোল ইরশাদ মাওলানা শাহ ছুফি ফতেহ আলী (কোঃ) ছাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। তিনি মোজাদ্দিদ হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী সাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন। (দাস্তানে ফুরফুরা শরীফ ৭৩ পৃষ্ঠা)

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

নকশায় দেখুন

সায়্যেদ আহমাদ রায়বারেলবী

↓

নুর মুহাম্মাদ ঝানঝানয়া

↓

ফতে আলী খান

↓

আবূ বকর সিদ্দিকী (দাদাহুযুর)

সুতরাং সায়্যেদ আহমাদ রায়বারেলবীর খেলাফতীটাই দুজন ব্যক্তির মাধ্যমে দাদা হুযুর পর্যন্ত পৌঁছেছে আর সায়্যেদ আহমাদ ছিলেন ভারতে ওহাবী মতবাদ প্রচার ও প্রসারের মহা নায়ক, ওহাবীদের পান্ডা, ইংরেজদের দালাল ও পালিত গোলাম।

সায়্যেদ আহমাদ শুধু ওহাবী নয়! তার প্রবর্তনকারীও ঃ

প্রমাণ নং– ১

ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রায় বারেলীর সায়্যেদ আহমাদ (১৭৮৬ - ১৮৩১)।

তিনি মক্কা হজ্জ করতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ওহাবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হন। মক্কা থেকে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে তিনি এই মতদর্শের জোরদার প্রচার শুরু করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বহু কুসংস্কার বাসা বেঁধেছে। (ইতিহাস ৭৫ পৃষ্ঠা ,নবম ও দশম শ্রেণী)

প্রমাণ নং– ২

ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তন করেন রায়বারেলীর সায়্যেদ আহমাদ। (আধুনিক ভারত ও বিশ্ব ২২ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং – ৩

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সায়্যেদ আহমাদ লিখেছেন– "ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে পাহাড়ী সম্প্রদায় থাকে, তারা সুন্নী মাযহাব

হানাফী সম্প্রদায়, এই পাহাড়ী সম্প্রদায় তাদের (সায়্যেদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলিবীর) মতবাদের বিপরীত ছিল। এই কারণে ঐওহাবী (সায়্যেদ আহমাদ) তার মতবাদ পাহাড়ীদের আদৌ মানাতে পারেনি। কিন্তু পাহাড়ীরা শিখদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিল। এই কারণে শিখদের উপর আক্রমণ করবার জন্য ওহাবীদের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যেহেতু এই সম্প্রদায় মাযহাব বিরোধীতায় অত্যন্ত কঠোর ছিল, সেহেতু এই সম্প্রদায় শেষে ওহাবীদের সহিত প্রতারণা করে শিখদের সাথে লড়াই করতঃ মৌঃ ইসমাঈল ও সায়্যেদ আহমাদকে শহীদ করেছেন। (মাক্বালাতে স্যার সায়্যেদ, নবম খন্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৪

উত্তর প্রদেশে রায়বারেলির অধিবাসী সৈয়দ আহমাদ বারেলবী ছিলেন ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। (ইতিহাস ও পরিবেশ চর্চা ৪৭ পৃষ্ঠা, নবম ও দশম শ্রেণী)

প্রমাণ নং– ৫

১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় সৈয়দ আহমেদের সঙ্গে তিতুমিরের পরিচয় হয় এবং তিতুমির তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিতুমির তাঁর নিজ জেলা চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামে ফিরে এসে ইসলামের বিশুদ্ধতা বক্ষার্থে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। (আধুনিক ভারত ও বিশ্ব ২৩ পৃষ্ঠা)।

প্রথম দিকে তিতুমির সুদখোর মহাজন, নীলকর, জমিদারদের হাতে নির্যাতিত দরিদ্র ও মুসলমানদের নিয়ে এক সংগঠন তৈরি করে ২৪ পরগনা, নদিয়া যশোহর, রাজশাহি, ঢাকা, মালদহ ইত্যাদি স্থানে তিতুমির অনুগামীরা জমিদার ও নীলকরদের বিরোধিতা শুরু করে।

তিতুমির অনুগামীদের ওয়াহাবী আদর্শ মেনে বলেন পির পয়গম্বরকে মানার প্রয়োজন নেই, মন্দির, মসজিদ তৈরির প্রয়োজন নেই, ফয়েতা (শ্রদ্ধাশান্তি) অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন নেই, অনুগামীদের দাড়ি রাখতে হবে, সুদে টাকা খাটানো নিষিদ্ধ কাজ। তিতুমির ও তার অনুগামীরা অন্যান্যদের ওয়াহাবি মতাদর্শে দীক্ষিত করতে শুরু করেন। (ইতিহাস ও পরিবেশ চর্চা ৪৭ পৃষ্ঠা)

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

প্রমাণ নং- ৬

ওহাবী দেওবন্দীদের মনোনীত শীর্ষস্তরের বুযর্গ শায়েখ আব্দুল হক হাক্কানী নিজ গ্রন্থ "তাফসীরে হাক্কানী-র" প্রথম খন্ডে ১১২ পৃষ্ঠায়। লেখেছেন "সায়্যেদ আহমাদ প্রথম জীবনে শাহ ওলীউল্লাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-র পৌত্র মাওলানা মাখসু সুল্লাহর খিদমদে থেকে সামান্য আরবী ব্যকরণ শিক্ষা করেছিলেন এবং তাবীজ ও ঝাড়ফুঁক করাও শিখেছিলেন। কিন্তু যখন এই ব্যবসা চলল না, তখন বৃটিশ সরকারের দিকে অগ্রসর হয়ে ছিল এবং খোদা প্রদত্ত নিজ প্রতিভায় ভাল আসন ও পেয়েছিলেন। তার পর কট্টর ওহাবী ও মৌলবী ইসমাঈলের অনুসারী হয়ে যান।"

প্রমাণ নং- ৭

"ইসলামিক ফাউন্ডেশন" বাংলাদেশ থেকে যতগুলি বই পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে সমস্ত পুস্তকেই সায়্যেদ আহমাদকে ওহাবী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন - ১৯৮১ সালে প্রকাশিত "ইতিহাস কথা কয়" গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে, "সৈয়দ আহমাদ ছিলেন ওহাবী আন্দোলনের একজন নেতা।" ..."সৈয়দ আহমাদ সবে মাত্র মক্কা থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নতুন মন্ত্র - ওহাবী মতবাদ।"...... "মক্কা থেকে ফিরে সৈয়দ আহমাদ ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন।"

প্রমাণ নং- ৮

১৯৭৯ সালে মুজাহিদে মিল্লাত হুযুর মুফতী হাবীবুর রহমান (উড়িস্যা) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদে নববীর (মদীনা শরিফে) বড় ইমাম শায়েখ আব্দুল আজিজের সাথে অসীলা সম্পর্কে বাহাস করেছিলেন। উক্ত বাহাসের শর্তনামাতে আব্দুল আজিজ সাহেব নিজেকে ওহাবী বলে সাক্ষর করেছেন। (হরফে হাক্কানীয়াত ২৩ পৃষ্ঠা)।

☞ এই সেই আব্দুল আজিজ যার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন সায়্যেদ আহমাদ রায়বারেলী সেটাই তো ওহাবী মতবাদ।

প্রমাণ নং- ৯

সায়্যেদ আহমাদের যত জন খালিফা ও শিষ্য ছিল সকলের ইতিহাস

দেখুন সকলেরই আক্বীদা ওহাবী আক্বীদা। যেমন ভারতে সর্বপ্রথম ওহাবী মতবাদে কেতাব লেখক মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী যে, সায়্যেদ সাহেবকে কাঠের পুতুলের ন্যায় নাচাতো কারণ সায়্যেদ সাহেব ছিলেন জাহেল ব্যক্তি। তাছাড়া দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও তার অনুসারীগণের আক্বীদার আলোচনা ও পর্যালোচনা করলেই প্রকাশ হয়ে যাবে যে সায়্যেদ সাহেব ও তার অনুসারীদের সেই আক্বীদা (মতবাদ) যা ওহাবীদের আক্বীদা (মতবাদ)।

☞ এবং ফুরফুরাদের মুরব্বী পীর সাইফুদ্দিন সিদ্দিকীর লিখা "আদ্‌দাওয়াহ" কেতাবটা পাঠ করলে বুঝতে পারবেন যে, ফুরফুরাবীরাও ওহাবী মতবাদ ধারণকারী। আর এই তিনটাই সিলসিলার মূল হচ্ছে সায়্যেদ আহমাদ রায়বারেলবী।

ফুরফুরা সিলসিলা বাতিল সিলসিলা

পীর হওয়ার জন্য ৪ (চার) টি শর্ত আবশ্যক।

১) সুন্নী সাহীহুল আক্বীদা হওয়া। ২) আলেম হওয়া। ৩) ফাসেকে মুলিন না হওয়া (তার দ্বারা প্রকাশ্যে বড় গুনাহ সংঘটিত না হওয়া) ৪) তার সিলসিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত সংযোজ থাকা।

☞ ফুরফুরাবীদের নিকট ১ ও ৪ নম্বর শর্ত পাওয়া যায় না কারণ তাদের আক্বীদা (মতবাদ) ওহাবীদের আক্বীদা; যারা হচ্ছে নবীদ্রোহী। যার আলোচনা পরে করা হবে। বাকী রইলো ৪ নম্বর শর্ত। এই শর্ত ও তাদের মধ্যে বিদ্যমান নয় কারণ; ইতি পূর্বে আলোচনা করা হল যে, ফুরফুরা সিলসিলা সায়্যেদ আহমাদেরই সিলসিলা আর এটাও প্রমাণ করা হয়েছে যে, সায়্যেদ সাহেব পথভ্রষ্ট গুমরা ব্যক্তি সুতরাং তার সিলসিলা বাতিল। যেমন শিকলের একটি কড়ি যদি ছুটে যায় তবে তার পরের যতগুলি কড়ি হবে সবকটাই উপরের কড়িগুলি থেকে পৃথক হয়ে পড়বে। সেই শিকলের সাথে পৃথক হয়ে যাওয়া কড়ি গুলির কোন সম্পর্কই থাকবেনা অনুরূপ দাদা হুযুর থেকে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত যে একটি শিকল তার মধ্য থেকে একটি কড়ি সায়্যেদ আহমাদ সে ভ্রান্ত মতবাদাবলম্বন করে নবী পাকের শিকল হতে পৃথক হয়ে গেছে, সুতরাং তার সিলসিলা বাতিল।

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

তাছাড়া পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, ফুরফুরাপন্থীরা দেওবন্দী, ওহাবীদের অনুসারী; তাদেরই একটি শাখা। সুতরাং ফুরফুরা সিলসিলার মুরীদ হওয়া, তাদের অনুসরণ করা হারাম,হারাম,হারাম।

নবী ﷺ এর হাযির-নাযির সম্পর্কে ফুরফুরাপন্থীদের অবস্থান

সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী "আদদাওয়াহ" কেতাবের ৯২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "তবে এ সিলসিলা ও সর্বকালের মুহাক্কিক্বীন উলামায়ে কেরাম রাসূলে করীম ﷺএর 'ইমকানে হুজুরীতে' বিশ্বাসী অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছায় সৃষ্টিজগতের যে কোনো স্থানে বা একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে রাসূলে কারীম ﷺ এর উপস্থিতি সম্ভব। তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন, আর সে ক্ষমতা বলেই তিনি দুনিয়াতে বা তামাম মাখলুকাতে সর্বত্র সব সময়ই হাজির নাজির। এরূপ বিশ্বাস করাও শিরকের পর্যায়ভূক্ত।"

সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরীফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র আল্লামা রুহুল আমীন বশির হাটী "বাগমারীর ফকিরের ধোকাভজ্ঞন" কিতাবে স্পষ্ট লিখে দিয়েছেন – "যে ব্যক্তি হজরত ﷺ কে হাজের নাজের জানে, সে ব্যক্তি মরদুদ ও উম্মত হইতে খরিজ হইবে।" (আদদাওয়াহ ৯২ পৃষ্ঠা)

নবী ﷺএর নূর সম্পর্কে ফুরফুরাপন্থীদের অবস্থান

☞ সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী "আদদাওয়াহ" কেতাবের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এক শ্রেণীর জাহেল বা গোমরাহ লোকেরা বলে থাকেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহর জাতী নূরের সৃষ্টি বা আল্লাহর নূরের সৃষ্টি। তারা এভাবে কুফরী কথা বলে থাকে। কারণ আল্লাহ পাককে নূর বলাই কুফরী।"

☞ "রাসূলে কারীম ﷺ কে আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে বলা কুফরী।" ("আদদাওয়াহ" ৫৯ পৃষ্ঠা)

☞ "নূরের সৃষ্টি বলা ও নূর বলা দুই জিনিস। যারা রাসূলে করীম ﷺ কে আল্লাহর যাতী নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে বলেন তাদের একথা শিরক, আর

যারা আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্টি বলেন তারা কুফর কথা বলেন। যারা রাসূলে কারীম ﷺ কে আল্লাহর সৃষ্টি (খালকী) নূর দ্বারা সৃষ্টি মনে করেন তাদের সে কথা সহীহ পন্থায় প্রমাণিত নয়। হ্যাঁ, রাসূল করীম ﷺ প্রকৃতপক্ষে চামড়া গোস্ত অস্থি ও রক্তের মানুষ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বনী আদম এর অন্তর্ভূক্ত একজন বাশার তথা মানুষ। তার শরীর মোবারক পুরাটাই নূর। সেই মহান মানুষটিকে আল্লাহ পাক অন্তর্নিহিত ভাবে নূর। সেই মহান মানুষটিকে আল্লাহ পাক অন্তর্নিহিত ভাবে নূর ও করে দিয়েছিলেন।" (আদ্দাওয়াহ ৭৯ পৃষ্ঠা)

☞ সকল মানুষের মত তিনি ও নুতফা (বির্ষ) দ্বারা সৃষ্টি এবং সকল মানুষের মত তাঁর কবর মুবারকের মাটি ও মায়েরর বেহেমে স্থাপন করা হয়েছিল বিধায় তার সৃষ্টির সাথে মাটির নেছরত প্রমাণিত। (আদ্দাওয়াহ ৮৩ পৃষ্ঠা)

☞ রাসূল করীম ﷺ মানুষ ছিলেন। তিনি আদম সন্তানগণের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, তিনি মানবরূপে অন্যকিছু বা মানব আকৃতিতে বা মানবের কায়া নিয়ে দুনিয়ায় এসেছেন, তবে তিনি মানুষ ছিলেন না এ বিশ্বাস রাখলে সে কাফের হয়ে যাবে। (আদ্দাওয়াহ ৯০ পৃষ্ঠা)

নবী ﷺ -ওলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা সম্পর্কে ফুরফুরাপন্থীদের অবস্থান।

● নবী-ওলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা শিরক। (আল-মাউযুআত ৮১ পৃষ্ঠা)

☞ আবু জাফর সিদ্দিকী অন্য একটি বইয়ের একটা ছন্দ "হে আলী! আমার উপর পাথর দিল মোম (নরম) করিয়া দাও।" এই ছন্দটির খন্ডনে লিখেছেন ঃ লেখক এই প্রথম এবারতে হজরত আলী কে মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী ধারণা করিয়া তাহার নিকট এলম ও জ্ঞান চাহিয়াছেন। কোরান ও হাদিসে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যকে মনোবঞ্ছা পূর্ণকারী ধারণা করাকে শেরক কাফেরী বলা হইয়াছে।" (আল-মাউযুআত ৮১ পৃষ্ঠা)

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

উক্ত ছন্দের খন্ডনে কয়েকটি দলীল দেয়ারপর উক্ত ছন্দের লেখক সম্পর্কে ফতওয়া প্রদাণ করেছেন ঃ "লেখক উপরোক্ত দলীল সমূহ অনুযায়ী কেন কাফের হইবেন না ? পাঠক, যে লেখক প্রথম ছন্দেই কাফেরি ও মুশরেকি মত প্রচার করিয়াছেন নিরক্ষর লোকদিগকে তাহার কেতাব পাঠকরা একে বারে নাজায়েজ। (আল-মাউযুআত ৮২ পৃষ্ঠা)

নবী ﷺ এর ইলমে গায়েব সম্পর্কে ফুরফুরাপন্থীদের অবস্থান।

✡ ফুরফুরাবীদের পীর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী "আল-মাউযুআত" কেতাবের ৮৪ পৃষ্ঠায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামার ইলমে গায়েব (অদৃস্যের সংবাদ) এর অস্বীকার করেছেন এবং তার প্রমাণে আব্দুল হাই লখনৌবীর কেতাব থেকে উক্তি পেশ করেছেন, "প্রশ্নঃ আপনারা এ বিষয়ে কিবলেন, এই দেশের সাধারণ লোকদের স্বভাব এই রুপ হইয়াছে যে তাহারা বিপদ কালে দূর পথ হইতে নাবিগণ কিম্বা বোজর্গ অলিগণকে মদদ চাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাকে এবং ধারণা করে যে, তাহারা সমস্ত সময় হাজের নাজের , যে সময় আমরা তাহাদিগকে ডাকি তাহারা অবগত হইয়া মতলব পূর্ণ করার জন্য দোয়া করেন, ইহা জায়েজ কিনা ?

উত্তরঃ উপরোক্ত কার্যটি হারাম বরং স্পষ্ট শেরক কেননা ইহাতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের এলমে গায়েব জানার প্রতি বিশ্বাস করা হয়, এইরুপ বিশ্বাস স্পষ্ট শেরক। শরিয়তে শেরকের অর্থ এই যে, খোদার জাত , কিম্বা তাহার খাস সেফাতে অথবা এবাদতে অন্যকে তাহার সহিত শরিক করা। এলমে গায়েব খোদার খাস ছেফাত। (আল মাউযুআত ৮৪ পৃষ্ঠা)

✡ "যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, গওছে আজমের এরূপ ক্ষমতা আছে যে, যদি কেহ কোন স্থান হইতে তাহাকে ডাকে তবে তিনি উহা শুনিতে পান এবং তাহার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেন তবে এই আকিদা কি রূপ ?"

উত্তরঃ এই আকিদা মোসলমান গণের আকিদার খেলাফ বরং ইহা শেরক।" (আল-মাউযুআত ৮৪ পৃষ্ঠা)

"নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলাল্লাহ" সম্পর্কে ফুরফুরাপন্থীদের অবস্থান।

ফুরফুরাপন্থীদের উপস্থিত শীরোমনী পীর সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন–

✡ "এক শ্রেণীর রেজভী বেরলবী রাসুলে কারীম ﷺ কে হাজির নাজির বিশ্বাস করে ঐরুপ (নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলাল্লাহ) শ্লোগান দিয়ে থাকে। তারা 'নারায়ে রিষালাত' এর পর 'ইয়া রাসূলাল্লাহু' বলে এ বিশ্বাসে যে, রাসূল হাজির ও নাজির, তিনি আমাদের দেখছেন ও আমাদের কথা শুনছেন। এরুপ বিশ্বাসে ঐ শ্লোগান দেয়া শিরকের পর্যায়ে পড়ে। সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরীফ দরুদ ও সালামের মধ্যে 'ইয়া' হরফ নেদা ব্যবহারকে জায়েজ বলে এবং সে অনুযায়ী আমল ও করে। কিন্তু মুজদ্দিদে যামান ও তার প্রধান প্রধান খলীফাগণ কখনো তাদের মত ঐরুপ শ্লোগান দেননি।" (আদ্দাওয়াহ ৯৩ পৃষ্ঠা)

☞ শত কৌশলের পরেও সত্য প্রকাশ হয়েই যাচ্ছে। দেখুন পাঠক বৃন্দ! ভদ্র লোক কি বলছেন প্রথমে তো বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলা শেরক, আবার বলছেন 'দরুদ ও সালামের মধ্যে 'ইয়া' হরফ নেদা ব্যবহার জায়েয। দুরুদ ও সালামে তথা "ইয়া নাবী সালাম আলাইকা" পাঠ করা সুতরাং ইয়া নাবীর অর্থ হল "হে নবী" আর 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' এর অর্থ হল 'হে আল্লাহর রাসূল' উভয়ই তো একই অর্থ প্রকাশ করে। অতএব প্রমাণ হলো যে, যদি 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা শেরেক হয়। তবে 'ইয়া নাবী সালাম আলাইকা' বলাও শেরেক হবে কারণ উভয়েই 'ইয়া' শব্দ দ্বারা আহ্বান করা হচ্ছে।

✡ সুতরাং নিজের ফতওয়ায় নিজেই মুশরিক সাব্যস্ত হয় সেই কেতাব "আদ্দাওয়ার" লেখক সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী।

ত্রৈমাসিক সুন্নীজগৎ (পত্রিকা)
পড়ুন এবং পড়ান।

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

ফুরফুরাপন্থী, ওহাবী ও দেওবন্দী সকলের আক্বীদা মূলত এক।

উপরে 'আদ্দাওয়া' ও 'আল-মাউযুআত' কেতাবের উক্তি দিয়ে ফুরফুরাপন্থীদের আক্বীদা (মত) প্রকাশ করা হল যে, ফুরফুরাবীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর হাযির-নাযির ইলমে গায়েব নূরের সৃষ্টি নবী-ওলীগণের নিকট সাহায্য চাওয়া তাদেরকে দূর থেকে 'ইয়া' শব্দ দ্বারা ডাকা (অহ্বান করা) ও "ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলা এসমস্ত কার্যাদিকে শেরেকের অন্তর্ভুক্ত গোণ্য করে এবং উল্লেখিত কার্যাদিকারীকে মুশরিক (বেদ্বীন) বলে সাব্যস্ত করে।

দেওবন্দীদের আক্বীদা (বিশ্বাস)

✡ রাশীদ আহমাদ গাঙ্গূহী যে দেওবন্দীগণের শীরোমনী নিজ গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া কামিল' ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

جب انبیاء علیہم الصلاۃ کو علم غیب نہیں تو یارسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ کرکے کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے۔

অর্থ ঃ– যখন নবীগণকে (আলাইহিমুস সালাম) ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান) নেই তো 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলাও জায়েয হবে না। যদি এ আক্বীদা রেখে বলে যে, তিনি দূর থেকে শুনছেন ইলমে গায়েব জানার কারণে এটা স্বীয় কুফর ।

✡ রাশীদ আহমাদ গাঙ্গূহী লিখেছেন –

یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔

অর্থ– তাঁকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে ইলমে গাযেব ছিল এইরুপ আক্বীদা (বিশ্বাস) করা স্পষ্টভাবে শেরেক।" (ফাতাওয়া রাশীদিয়া কামিল ৯৬ পৃষ্ঠা)

✡ দেওবন্দীদের প্রাণ আশরাফ আলী থানবী বেহেশতী যেওয়ার ১ খন্ড' ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگئی (کفر وشرک ہے)۔

অর্থ ঃ– "কাউকে দূর থেকে আহ্বান করে এই বিশ্বাস করা যে, সে এ সংবাদ পেয়ে গেল (কুফর ও শেরেক)।"

✡ রাশীদ আহমাদ গাঙ্গূহী লেখেছেন ঃ–

غیر اللہ سے مدد مانگنا اگرچہ ولی ہو یا نبی شرک ہے۔

অর্থঃ– আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্র চাওয়া সে যদিও নবী হোক কিম্বা ওলী শেরেক।" (ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া ৩ খন্ড)।

ওহাবীদের আক্বীদা (বিশ্বাস)

ওহাবীয়াতের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব ওহাবীদের মূল কেতাব 'কেতাবুল তাওহীদ' এ লিখেছে;

আক্বীদা নং – ১

"কোন ব্যক্তি নবী ও তাঁর অনুসরণকারী গণকে পুজা করে এমন কি তাঁদেরকে নিজের শাফাআতকারী ও সাহায্যকারী বলে বিশ্বাস করে, এটা নিকৃষ্টতম শেরেক।"

আক্বীদা নং – ২

"যে ব্যক্তি নবী ও ওলীকে নিজ সাহায্যকারী বলে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি এবং আবু জাহেল একই শ্রেণীর মুশরিক।"

আক্বীদা নং – ৩

"যে ব্যক্তি এইরুপ বলে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট শাফাআতের জন্য প্রার্থনা করছি অথবা এইরুপ বলে যে হে মুহাম্মাদ! আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবার জন্য আল্লাহর নিকট দোওয়া করুন কিম্বা এইরুপ বলে যে, হে মুহাম্মাদ আমি আপনার ওসীলা (মাধ্যমে) হতে আল্লাহর দিকে ধাবিত হচ্ছি এবং প্রত্যেকে যারা নবীকে এইভাবে ডাকে তারা সবাই বড় মুশরিক।"

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

আক্বীদা নং – ৪

آں حضرت ﷺ کو ایک بات کا بھی غیب دان جاننا شرک ہے۔

অর্থ ঃ– "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর জন্য একটাও গায়েবের কথা মান্য করা শেরেক।" (তাক্বীয়াতুল ঈমান ৫৮ পৃষ্ঠা)

آں حضرت ﷺ کو علم غیب خدا کا دیا ہوا ماننا بھی شرک ہے۔

অর্থঃ– "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামার জন্য আল্লাহর প্রদত্ত ইলমে গায়েব মান্য করাও শেরেক।" (তাক্বীয়াতুল ঈমান ১০ পৃষ্ঠা)

আক্বীদা নং – ৫

آں حضرت ﷺ کو یا محمد، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔

অর্থঃ– "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে 'ইয়া মুহাম্মাদ' বা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলাও শেরেক।" (তাক্বীয়াতুল ঈমান ২৩ পৃষ্ঠা)

☞ প্রিয় পাঠক! সংক্ষিপ্তাকারে ফুরফুরাপন্থী, ওহাবী ও দেওবন্দী সকলের শুধু কয়েকটি আক্বীদা পেশ করেছি আশা করি এতেই সূর্যের ন্যায় প্রকাশ হয়েছে যে মূল আক্বীদা গত দিকদিয়ে সকলেই এক। হ্যাঁ আনুসাঙ্গিক মসলায় সকলের মাঝে মতপার্থক্য আছে যেমন দুরুদ পাঠ করার নিয়ম চাহারম, চল্লিশা, মিলাদ ও কেয়াম ইত্যাদি। কিন্তু এইসব পার্থক্য হতেই পারে এটা কোন বড় ব্যাপার নয় ,কারণ এই পার্থক্যর কারণে কেউ কাউকে কাফের, মুশরিক বা বেদ্বীন বলতে পারবে না। কিন্তু যদি আক্বীদাগত পার্থক্য হয়ে যায় তবে সেখানে নিজ নিজ বিশ্বাস হিসাবে কাফের মুশরিক ও বেদ্বীন হওয়ার ফাতওয়া কার্যকর হয়ে যাবে। যেমন চার ইমামগণ হানাফী, শাফঈ, মালেকী ও হাম্বালী। সকলের মধ্যে আনুসাঙ্গিক প্রচুর মসলায় মতপার্থক্য রয়েছে কিন্তু আক্বীদাগত মসলায় সকলেই একই মতের বিশ্বাসী তাই কেউ কাউকে কাফের, মুশরিক ও বেদ্বীন হওয়ার ফতওয়া কখনও দেননি সকলেই আহলে সুন্নাত অ জমাআতের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব প্রকাশ হল যে ফুরফুরাপন্থীরা যখন ওহাবী ও দেওবন্দীদের আক্বীদার অনুসারী সুতরাং তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত; তাদের উপর যে ফতওয়া হবে, ফুরফুরাপন্থী ও তাদের অনুসারীদের উপর ও সেটাই ফতওয়া বর্তাবে। কারণ সকলেই একই মতের বিশ্বাসী।

ফুরফুরা পন্থীদের হাক্বীকৃত

দেওবন্দীদের মতে ফুরফুরাপন্থীরা মুশরিক

ফুরফুরাপন্থীদের মুখপাত্র আল্লামা রুহুল আমীল বশির হাটি 'ফাতাওয়া আমীনিয়া'য় লিখেছেন, "দেওবন্দী মাওলানাগণের সহিত আমাদের কয়েকটি ফরুয়াত (আনুসাঙ্গিক) মছলা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, আমরা মিলাদ শরিফ কেয়াম মোস্তহাব বলি, তাঁহারা নাজায়েজ হারাম ও শেরক বলেন।" (ফাতাওয়া আমিনিয়া ৫ম খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)

☞ প্রিয় পাঠক ! দেখুন রুহুল আমীন সাহেব বলছেন যে, দেওবন্দীরা মিলাদ ও কেয়াম করাকে শেরেক বলে, তাহলে যে, মিলাদও কেয়াম করবে সে মুশরিক (বেদ্বীন) হবে কিনা বলুন ! কারণ যার দ্বারা কোন শেরেকি কর্ম সংঘঠিত হবে সেইতো মুশরিক হবে। দেওবন্দীদের নিকটে মিলাদ ও কেয়াম করা শেরেক, আর ফুরফুরাবীদের নিকট কেয়াম করা মোস্তাহাব এবং তারা খুব মনোযোগ সহকারে মিলাদ ও কেয়াম করে, সুতরাং দেওবন্দীদের নিকটে ফুরফুরাবীরা মুশরিক (বেদ্বীন)। শুধু তাই নয় যত লোক মিলাদ কেয়াম করে সবাই দেওবন্দীদের নিকট মুশরিক সাব্যস্ত হয়।

✡ দেওবন্দীদের শীরোমনী রাশিদ আহমাদ গাঙ্গূহী নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর মিলাদ শরীফকে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ করার সহিত তুলনা দিয়েছেন। (ফাতাওয়ায়ে মিলাদ শরীফ ১৩ পৃষ্ঠা)

☞ প্রিয় পাঠক ! দেখুন গাঙ্গূহী সাহেবের মতানুযায়ী রুহুল আমীন সাহেব ও সমস্ত ফুরফুরাবীরা মিলাদ শরীফ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সঙ করে জীবন অতিবাহিত করেছেন কিনা ? অবশ্যই। (নায়ূযু বিল্লাহ)

আপনি সুন্নী ! অথচ আ'লা হযরতকে চিনেন না ? আশ্চর্য।

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

সায়্যেদ আহমাদ ইংরেজদের পালিত গোলাম ছিলেন

প্রমাণ নং – ১

জাফর থানেশ্বারী লিখেন – "ইংরেজ সরকারের সাথে জেহাদ করার ইচ্ছা সায়্যেদ সাহেবের আদৌ ছিলনা। তিনি বৃটিশের রাজত্বকে নিজের রাজত্ব মনে করতেন। এতে সন্দেহ নাই যে, যদি ইংরেজ সরকার এই সময় সায়্যেদ সাহেবের বিরুদ্ধে হত, তাহলে ভারত থেকে সায়্যেদ সাহেবের নিকট কোন সাহায্য যেত না। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই সময় চেয়েছিল শিখদের শক্তি কম হয়ে যাক।" (সাওয়ানেহে আহমাদী ১৩৯ পৃষ্ঠা, খুনকে আঁসূ ২৯ পৃষ্ঠা, নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গেওয়াতান ৭০ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং – ২

মৌলবী মাঞ্জুর হোসেন নোমানী লিখেছেন "তিনি (সায়্যেদ আহমাদ) ইংরেজদের বিরোধীতা করতে ঘোষণা করেননি। বরং কলিকাতায় অথবা পাটনায় তাদের সাহায্য করবার কথা প্রকাশ করেছেন।" (আল ফুরক্বান শহীদ নং ৭৮ পৃষ্ঠা, নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গেওয়াতান ৬১ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৩

জাফর ফানেশ্বরী আরও লিখেছেন – তার (সায়্যেদ সাহেবের) জীবনীগুলিতে এবং চিঠিপত্রে ২০-র বেশি স্থানে পাওয়া গেছে, সায়্যেদ সাহেব প্রকাশ্যে ও খোলামেলা ভাবে শরীয়তের দলীল দিয়ে নিজ অনুসরণকারীদের ইংরেজ সরকারের বিরোধীতা করতে নিষেধ করেছেন।" (সাওয়ানেহে আহমাদী ২৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং–৪

দেওবন্দীদের মনোনিত লেখক আবুল হাসান নাদবী লিখেছেন "ইতিমধ্যে দেখা গেল ইংরেজ ঘোড় সাওয়ার খাবার বোঝাই কয়েকখানি পাল্কি নিয়ে নৌকার সম্মুখে উপস্থিত হল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, পাদরী সাহেব কোথায় ? হযরত নৌকা হতে উত্তর দিলেন আমি এখানে আছি। এতদ্ব শ্রবণে ইংরেজ ঘোড় সাওয়ারটি ঘোড়া হতে নামল এবং মস্তক হতে টুপি নামিয়ে তা হাতে নিয়ে নৌকায় উঠল ও শুভাশুভ জিজ্ঞাসাবাদের পর বলতে

লাগল যে, আপনার শুভাগমনের সংবাদ নিবার জন্য তিনদিন যাবৎ আমি আমার চাকরকে দাঁড় করে রেখেছিলাম। সে আজই সংবাদ দিল যে হযরত কাফেলা সমেত আমার স্থানের সম্মুখে পৌঁছেছেন। সুতরাং সংবাদ পেয়েই আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবার প্রস্তুত করাতে ব্যস্ত ছিলাম।

সায়্যেদ সাহেব নির্দেশ দিলেন খাবারগুরি নিজেদের বাসনে ঢেলে নাও। নির্দেশানুসারে খাদ্য দ্রব্যগুলি নিজেদের বাসনে ঢালা হল এবং কাফেলার মধ্যে সেগুলি বন্টন করা হল। ইংরেজ দুই-ঘন্টা পর্যন্ত ছিল, তারপর চলে গেল।" (সিরাতে সায়্যেদ আহমাদ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯০,নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গেওয়াতান' ৭৯ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত 'খুন কে আঁসূ' ২৯ পৃষ্ঠা।)

প্রমাণ নং – ৫

মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখেছেন – "লর্ড হোষ্টিংস সায়্যেদ আহমাদের সাধারণ কর্ম দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। উভয় পক্ষের সৈনিকদের মাঝখানে একটি তাঁবু করা হয়েছিল। তার মধ্যে লর্ড সাহেব আমীর খান ও সায়্যেদ সাহেবের মধ্যে আপসে একটি চুক্তি করে ছিলেন।

সায়্যেদ সাহেব আমীর খানকে অত্যন্ত কষ্ট করে বোতলবন্দী করেছিলেন (নিজ মতে এনেছিলেন)।" (হায়াতে তায়্যেবা ২৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং – ৬

মৌলবী মাঞ্জুর হোসেন নোমানী লিখেছেন – "একথা প্রচার আছে যে, ইংরেজগণ কিছু সময় তার (সায়্যেদ সাহেবের) সাহায্য করেছে।" (আল ফুরক্বান লখনৌ শহীদ নম্বর ১৩৫৫, ৭৫ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত- নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গেওয়াতান ৭০ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং – ৭

'তারিখে আজীবা' নামক পুস্তকে লিখা আছে, সায়্যেদ (আহমাদ) সাহেব যখন জেহাদে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় ৭,০০০ টাকার একটি 'হুন্ডি' সাহুকরণ দিল্লী হতে মহাম্মাদ ইসহাক সাহেব দ্বারা সায়্যেদ আহমাদ সাহেবের নামে পাঞ্জাবে প্রেরণ করা হয়ে ছিল। কিন্তু তা গৃহীত না হওয়ায় ঐ ৭.০০০ (সাত হাজারের) 'হুন্ডি' ফেরতের দাবি আদালতে দেওয়ানে দায়েল হয়ে ডিগ্রি হল এবং আদালতে আলীয়া (আগ্রা হইকোর্ট) এ আপিল হয়ে আগ্রা

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

হাইকোর্টে হতে ও তা সায়্যেদ সাহেবের নামে পুনঃবহাল থাকল।” (তারীখে আজীবা ৮৯ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত ‘অভিশপ্ত মযহব ১০৭ পৃষ্ঠা, খুনকে আঁসূ ৩২ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং – ৮

সায়্যেদ আহমাদের প্রাণপণ খলীফা ও পরামার্শদাতা ইসমাঈল দেহলবী সম্পর্কে মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখেছেন “কলিকাতায় যখন মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ‘জেহাদ’ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করছিল এবং লিখদের অত্যাচার বর্ণনা করছিল, তখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপনি জেহাদের ফাতওয়া প্রদান করেন না কেন ? তদুত্তরে তিনি বললেন, তাদের (ইংরেজদের সাথে জেহাদ করা কোনও মতেই ওয়াজিব নয়, কেন না তাকে তো আমরা তাদের প্রজা দ্বিতীয়তঃ তারা আমাদের মাযহাবী আরকান পালনে বিন্দুমাত্রও বাধা দেয় না। তাদের রাজত্বে আমরা সর্বাবিষয়ে আজাদ (সাধীন) আছি। সুতরাং তাদের উপর যদি কোন প্রকারে হামলা উপস্থিত হয় তাহলে মুসলমানগণের উপর ফরজ হবে যে, তারা যেন সেই আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং নিজ গভর্নমেন্টের উপর যেন কোনও আঁচড়ও না আসতে দেয়।” (হায়াতে তায়্যেবা ২৯৬ পৃষ্ঠা, মাযাহিবে ইসলাম ৬৬ পৃষ্ঠা, তাওয়ারীখে আজীবা ৭৩ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত- নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গেওয়াতান ৭১ পৃষ্ঠা)।

☞ প্রিয় পাঠক! সায়্যেদ আহমাদ এর ইংরেজ বন্ধুত্বর পরিচয় লাভের বিষয়ে এতদ্ব্যতীত কি আর কোনও বিশেষ সাক্ষের প্রয়োজন হতে পারে ? কেননা শত শত মাইল দূরে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো তাদের উপর ওয়াজিব ছিল কিন্তু অত্যাচারী ইংরেজ যাদের অত্যাচারে অসভ্যতার চরম সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল,তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এদের নিকট ফরজ ছিল না, যে অত্যাচারী নরপিশাচ ইংরেজরা শাহ জাফরের পুত্রের মস্তক ছেদন করে সেই ছিন্ন মস্তক তার পিতার নাস্তার জন্য পাঠিয়ে ছিল যে ইংরেজ বড় বড় আলেম সম্প্রদায়কে ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলিয়ে ছিল এবং মসজিদ ও খানক্বাহ গুলির চরম অবমাননা করেছিল, এই বিকৃত গোলামদের মতানুযায়ী সেই অত্যাচারী, বর্বর ও অসভ্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে নাকি জেহাদ ওয়াজিব ছিল না ! অধিকন্তু সেই পাষণ্ড ও পামরদের উপর কোনও রূপ

আক্রমণ হলে আক্রমণকারীদের কবল হতে তাদেরকে রক্ষা করা নাকি এই পালিত গোলামদের উপর ফরজ ছিল যেন “তাদের উপর কোন আঁচড় ও না আসে।” ধন্য প্রভুভক্তি ! একদিকে টাকার তোড়া অন্যদিকে নিমক হালালী? আর মুসলমানদের রক্ত গঙ্গা ও যমুনার পানীর মত প্রবাহিত হচ্ছে তাতে কোনও দুঃখই নেই, কিন্তু ইংরেজ বাহাবুরের উপর যেন সূর্য্যের একটু তাপ পর্যন্তও না লাগে !! হাই-হাই এই ব্যবহার করে আবার শহীদ নামে পরিচিত তাদের নামটা নিতেই তো কেমন মনে হচ্ছে, শহীদ বলাতো দূরেই থাকে।

সায়্যেদ আহমাদ যোগ্যতাহীন ব্যক্তি ছিলেন

☞ জনাব গোলাম রাসূল মেহের লিখেছেন–

“চার বৎসর চার মাস চারদিন বয়সের সময় তৎকালিন ভদ্র ঘরের নিয়ম মতে তাকে (সায়্যেদ আহমাদকে) মক্তবে পাঠানো হয়। তিনি ছিলেন সেই বংশের একমাত্র সম্পদ। তাই তাকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে কোন প্রকার চেষ্টার ক্রুটি ছিল না। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও লেখাপড়ার প্রতি তার কোন উৎসহ ছিল না”।

☞ মৌলবী আব্দুল কাইয়ুম লিখেছেন, “কেতাব পাঠ করার সময় সায়্যেদ সাহেবের দৃষ্টি হতে কেতাবের অক্ষরগুলি অদৃশ্য হয়ে যেত। রোগ মনে করে চিকিৎসা করায়েও কোন ফলোদয় হল না। শাহ আব্দুল আযীয (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই কথা শুনে উপদেশ দিলেন ‘কোন সুক্ষ বস্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখ সেটাও কি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ?’ পরীক্ষায় দেখা গেল অতি সুক্ষ হতে সুক্ষতম বস্তুও তিনি দেখতে পান। শাহ সাহেব বললেন ‘লিখাপড়া ছাড়িয়ে দাও। কারণ সুক্ষ বস্তু দেখতে নাপেলে মনে করতাম এটা কোন রোগ। তাই মনে হয় ইলমে যাহেরী লাভ করা তার অদৃষ্টে নাই।’ (হজরত সৈয়দ আহমাদ শহীদ (বাংলা) ৪২/৪৩ পৃষ্ঠা)।

☞ মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখেছেন – “কারীমা বাহ বখশায়ে বার হালে মা” এই ছন্দটি কণ্ঠস্থ করতে সায়্যেদ সাহেবের তিনদিন সময় লেগেছিল।

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

আবার এর মধ্যে কখন 'কারীমা' ভুলে গেছেন আবার কখন 'বার হালে মা' ভুলে গেছেন।" (হায়াতে তায়্যেবা ৩৯০ পৃষ্ঠা)

☞ সয়্যেদ মুহাম্মাদ আলী লিখেছেন – "দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে সায়্যেদ সাহেব কেবল কোরআন শরীফের কয়েকটি সূরা পড়তে এবং আরবী অক্ষরগুলি লিখতে শিক্ষে ছিলেন।" (মাখযানে আহমাদী ১২ পৃষ্ঠা)

☞ মির্যা হায়রাত লিখেছেন –"তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা পাড়া যপবার পর সামান্য কিছু মুখস্থ করতেন আবার পরদিন তা ভুলে যেতেন। যখন সায়্যেদ সাহেবের এই অবস্থা হল তখন পিতা-মাতা তাকে তিরস্কার ও মারপিট পর্যন্ত করেছিলেন। এতে ও পিতা-মাতার আশা পূর্ণ হল না। তারা লক্ষ্য করেছিলেন আল্লাহর তরফ থেকে তার বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কোন প্রকার চেষ্টাতে পড়াশোনা হবে না। তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে পড়াশোনা থেকে বিরত করে ছিলেন। (হায়াতে তায়্যেবা ৩৯১ পৃষ্ঠা)

☞ মির্যা হায়রাত আরো লিখেছেন – "সায়্যেদ সাহেব একজন নামকরা নির্বোধ বালক ছিলেন মানুষের ধারণা ছিল, তার লিখাপড়া শিক্ষা দেয়া অর্থহীন হবে। কখনো কিছু শিখতে পারবেন না। সায়্যেদ সাহেব কেবল বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি অনাগ্রহী ছিলেন এমন কথা নয়। বরং তিনি যুবক হওয়া পর্যন্ত কোন সময় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হননি।" (হায়াতে তায়্যেবা ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

☞ মির্যা হায়রাত আরো লিখেছেন – "সায়্যেদ সাহেব ১৯ বৎসর বয়সে প্রথমবার লখনৌ গিয়েছিলেন। লখনৌতে শিয়া ও সুন্নীর চরম মতবিরোধ ছিল। এতদিনেও তিনি ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক মতভেদ কি তা জানতেন না। যখন সয়্যেদ সাহেব জনৈক আমীরের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি 'খারেজী' না শীয়ানে আলী ? এতে তিনি চঞ্চল হয়েগিয়ে ছিলেন। কারণ এই শব্দ দুইটি সর্বপ্রথম তার কানে পড়েছিল। তাই তার অর্থ কি তা বুঝতে পরেননি।" (হায়াতে তায়্যেবা ৩৯৫ পৃষ্ঠা)।

☞ সায়্যেদ সাহেব লিখাপড়ার দিকে অনাগ্রহী হলেও কিন্তু খেলাধুলায় খুব আগ্রহী ছিলেন, যেমন আবূল হাসান নাবদী লিখেছেন – "বাল্যকাল হতেই সায়্যেদ সাহেবের খেলার প্রতি ঝোঁক ছিল। খুব আগ্রহের সাথে হা-ডু-ডু খেলতেন। কখনও বা বালকদিগকে দুইটি ভাগে ভাগ করে দিতেন। একদল অন্য দলের দুর্গের উপর আক্রমণ করত"। 'তাওয়ারীখে আজীবা' গ্রন্থে আছে – 'বস্তীর (গ্রামের) সমবয়স্ক বালকদিগকে ইসলামী লস্কর রূপে সমবেত করতেন। জেহাদের ন্যায় উচ্চ স্বরে তকবীর ধ্বনি করে মনগড়া কাফের সৈন্যদের উপর হামলা করতেন।" (হায়াতে সায়্যেদ আহমাদ শহীদ ৪৩ পৃষ্ঠা)

☞ দেওবন্দীদের পরম বুযুর্গ শায়েখ আব্দুল হক্ব হাক্কানী স্বীয় কেতাব "তাফসীরে হাক্কানী" তে লিখেছেন – "সায়্যেদ আহমাদ প্রথম জীবনে শাহ ওলীউল্লাহ'র পৌত্র মৌলবী মাখসুসুল্লাহ'র খেদমতে এসে সামান্য আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করেছিলেন এবং তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করাও শিখেছিলেন। কিন্তু যখন এই ব্যবসা চলল না, তখন বৃটিশ সরকারের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।" (তাফসীরে হাক্কানী ১ম খন্ড ১১২ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরতের ব্যক্তিত্বকে জানতে পড়ুন –
বই ঃ **আ'লা হযরত এর মহান ব্যক্তিত্ব**

ভূমিকম্প কেন হয় ? তা জানতে পড়ুন –
বই ঃ **ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।**

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

মুজাদ্দিদগণের লিস্টে সায়্যেদ আহমাদ ও দাদা হুযুরের নাম পাওয়া যায় না।

ভারতের সুবিখ্যাত উর্দূ মাসিক পত্রিকা "কানযুল ঈমান" অত্র পত্রিকায় প্রথম শতাব্দী থেকে ১৩ তম শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত মুজাদ্দিদগণের নাম প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু সেখানে সায়্যেদ আহমাদ ও ফুরফুরাবীদের দাদা হুযুরের নাম নেই। দেখুন নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হল –

১ শতাব্দী ● হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (৬১-১০১ হিঃ), ● হযরত মুহাম্মাদ বিন সিরীন (৩৩-১১০ হিঃ) ● হযরত আবূ সাঈদ হাসান বাসরী (২২-১১০ হিঃ)। ২, শতাব্দী ● হযরত মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস শাফঈ (১৫০ - ২০৪ হিঃ) ● হযরত আলী রেযা বিন মূসা কাজিম (১৫৩- ২৩৩ হিঃ)। ● হযরত ইয়াহয়া ইবনে মুঈন (১৫৮-২৩৩ হিঃ)। ● হযরত আশহাব মালেকী (২০১ হিঃ)। ● হযরত হাসান বিন যেয়াদ (২০৪ হিঃ)। ● হযরত আহমাদ বিন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ হিঃ)। ৩, শতাব্দী ● হযরত জুনাইদ বাগদাদী (৩০২ হিঃ)। ● হযরত আবূল হাসান আশয়ারী (২৬০-৩২৪ হিঃ)। ● হযরত আবূল আব্বাস বিন শুরাই শাফঈ (২৪৯-৩০২ হিঃ)। ● হযরত ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ)। ● হযরত আবূ জাফর তাহাবী (২৩৯-৩২১ হিঃ)। ● হযরত মুহাম্মাদ বিন জোরার তাবরী (২২৪-৩১০ হিঃ)। ● হযরত আবূ মানসূর মাতুরিদী (৩৩৩ হিঃ) **৪, শতাব্দী** ● হযরত ইসমাঈল বিন হুসাইন বায়হাক্বী (৪০২ হিঃ)। ● হযরত আবূ হামিদ আসফেরায়েনী (৩৪৪-৪০৬ হিঃ)। ● হযরত আবূ তায়্যেব সাহাল বিন মুহাম্মাদ সালূকী (৪০৪ হিঃ)। ● হযরত আবূ ইসহাক ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ আসফেরায়েনী (৪১৮ হিঃ)। ● হযরত আবূল হুসাইন আহমাদ ক্বুদূরী (৩৬২-৪২৮ হিঃ)। ● হযরত আবূ নাঈম আসফেহানী (৩৩৬-৪৩০ হিঃ)। ● হযরত ইমাম আবূ বাকার বাক্বেলানী (৩৩৮-৪০৩ হিঃ)। ● হযরত খালীফা ক্বাদির বিল্লাহ (৩৫৫-৪৪২ হিঃ)। **৫ শতাব্দী** ● হযরত মুহাম্মাদ বিন গাযযালী (৪৫০-৫৫৫ হিঃ)। ● হযরত হুসাইন বিন মুহাম্মাদ রাগিব আসফেহানী (৫০৩ হিঃ)।

● আবূ মুহাম্মাদ হুসাঁইন বিন মাসঊদ বাগবী ফার্‌রা (৪৩৩ - ৫১৬ হিঃ)। ● হযরত ওমর বিন মুহাম্মাদ নাসাফী (৪৬১-৫৩৭ হিঃ)। ● হযরত গাওসে আযম আব্দুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হিঃ)। ● হযরত খলীফা মুসতাহযির বিল্লাহ (৪৪০-৫১২ হিঃ)। **৬ শতাব্দী** ● হযরত মহীউদ্দিন আকবর ইবনে আরবী (৫৬০-৬৩৮ হিঃ)। ● হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তী (৫২৭-৬৩৩ হিঃ)। ● হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বাখতেয়ার কাকী (৫০৫-৬৩৩ হিঃ)। ● হযরত ফাখরুদ্দীন রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) ● হযরত ইযযুদ্দিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আসির (৫৫৫-৬৩০ হিঃ)। **৭ শতাব্দী** ● হযরত তাক্বীউদ্দীন ইবনে দাক্বীকুল ঈদ (৬২৫-৭০২ হিঃ)। ● হযরত মুহাম্মাদ বিন মঞ্জুর আফরীকী (৬২০-৭১১ হিঃ)। ● হযরত খাজা নেযামুদ্দীন আউলিয়া দেহবলী (৬৩৬-২৫ হিঃ) ● হযরত তাজুদ্দীন বিন আতাউল্লাহ আসকান্দারী (৭০৯ হিঃ)। **৮ শতাব্দী** ● হযরত যায়নুদ্দীন ইরাক্বী (৭২৫-৮০২ হিঃ)। ● হযরত খাজা শামসুদ্দীন জাযরী (৭৫১-৮৩৩ হিঃ), ● হযরত সেরাজুদ্দিন বলক্বিনী (৭২৪-৮০৫ হিঃ) ● হযরত শরীফ জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হিঃ)। **৯ শতাব্দী** ● হযরত জালালুদ্দিন সিউতী (৮৪৯-৯১১ হিঃ)। ● হযরত শামসুদ্দীন আব্দুর রহমান সাবাবী (৮৩১-৯০২ হিঃ), ● হযরত নূরুদ্দীন আলী বিন আহমাদ সামহুদী (৮৪৪-৯১১ হিঃ) ● হযরত আবূ বাকার খাতীব কাসতালানী (৮৫১-৯২৩ হিঃ) ● হযরত মুহাম্মাদ বিন আহমাদ হামযা শাহাবুদ্দীন দেহলবী (৯১৯-১০০৪ হিঃ) **১০ শতাব্দী** ● হযরত মুহাম্মাদ বিন সালেহ বিন মুহাম্মাদ (-১০৩৫ হিঃ), ● হযরত আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী (৯২০-১০০৪ হিঃ), ● হযরত শায়েখ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দিস দেহলবী (৯৫৮-১০৫২ হিঃ), ● হযরত মুল্লা আলী ক্বারী (-১০১৪ হিঃ), ● হযরত মীর আব্দুল ওয়াহিদ বিলগ্রামী (৯১৫-১০১৭ হিঃ)। **১১ শতাব্দী** ● হযরত শায়েখ আহমাদ সারহিন্দী (৯৭১-১০৩৪ হিঃ), ● হযরত শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাক্বী যারক্বানী (১০৫৫-১১২২ হিঃ), ● হযরত মুল্লা আহমাদ জীওয়ান (১০৪৭-১১৩০ হিঃ), ● হযরত মুল্লা মুহিববুল্লাহ বিহারী (-১১৯), ● হযরত শায়েখ কালিমুল্লাহ চিস্তী শাহ জাহাঁবাদী (১০৬০-১১৪২ হিঃ), ● হযরত শায়েখ গোলাম নাকশবন্দ ঘোসবী (১০৫২-১১২৬ হিঃ),

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

● হযরত মহীউদ্দীন আউরাঙ্গযেব আলমগীর (১০২৮-১১১৮ হিঃ)। ১২ শতাব্দী ● হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (১১৫৯-১২৩৯ হিঃ), ● হযরত বাহরুল উলূম আব্দুল আলী ফারাঙ্গী মাহল্লী (১১৪৪-১২২৫ হিঃ), ● হযরত শায়েখ গোলাম আলী দেহলবী (১১৫৮-১২৪০ হিঃ)। ১৩ শতাব্দী ● হযরত মুহিব্বুর রাসূল আব্দুল কাদের বাদায়ুনী (১২৫৩-১৩১৯ হিঃ), ● শায়েখুল ইসলাম আনওয়ারুল্লাহ ফারুক্বী (১২৬৪-১৩৩৬ হিঃ), ● হযরত সায়্যেদ আহমাদ বিন যায়নী দাহলান মাক্কী (১২৩২-১৩০৫ হিঃ)। ১৪ শতাব্দী ● আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা বারেলবী (১২৭২-১৩৪০ হিঃ), ● হযরত শায়েখ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (১২৫৬-১৩৫০ হিঃ)।” (সংগৃহীত, কানযুল ঈমান পত্রিকা ২০১৫ ডিসেম্বার ৫৩ পৃষ্ঠা, তাছাড়া দেখুন ‘পাসবান’ পত্রিকা মার্চ ও এপ্রিল ১৯৬২ সাল এবং সাওয়ানেহে আলা হযরত ১১৫ পঃ)।

☞ প্রিয় পাঠক ! খুব ভালভাবে দৃষ্টি করুন উক্ত তালিকায় সমস্ত মাযহাব অর্থাৎ হানাফী, শাফঈ, মালেকী ও হাম্বালী এর অনুসারীগণের নাম ও অন্তর্ভুক্ত আছে, আর শুধু ভারতেরই না অন্যান্য দেশের মুজাদ্দিদকে ও লিস্টে গণনা করেছেন কিন্তু ফুরফুরাপন্থীদের দাদা হুযুর ও তাদের মহা ভন্ড ওহাবীদের পান্ডা সায়্যেদ আহমাদ বারেলবীর নাম নেই। ভিষণ চিন্তার বিষয় যে ভারতের লেখক লিখেছেন আর অন্যান্য দেশের মুজাদ্দিদের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন কিন্তু ভারতেরই মুজাদ্দিদের নাম ত্যাগ করেদিচ্ছেন? পাঠক বৃন্দ ভাবুন ! আমার তো বুঝে আসছে না ।

মোক্তাদীকে সূরা পড়া লাগেনা প্রমাণ পেতে পড়ুন –
বই ঃ **ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম।**

সায়্যেদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবী শহীদ নয়

প্রমাণ নং– ১

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সায়্যেদ আহমাদ লিখেছেন –

“ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে পাহাড়ী সম্প্রদায় থাকে তারা সুন্নী মাযহাব হানাফী সম্প্রদায় এই পাহাড়ী সম্প্রদায় তাদের (সায়্যেদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীর) মতবাদের বিপরীত ছিল। এই কারণে ঐ ওহাবী (সায়্যেদ আহমাদ) তার মতবাদ পাহাড়ীদের আদৌ মানাতে পারেনি। কিন্তু পাহাড়ীরা শিখদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিল। এই কারণে শিখদের উপর আক্রমন করবার জন্য ওহাবীদের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যেহেতু এই সম্প্রদায় মাযহাব বিরোধীতায় অত্যন্ত কঠোর ছিল সেহেতু এই সম্প্রদায় শেষে ওহাবীদের সহিত প্রতারণা করে শিখদের সাথে লড়ায় করতঃ মৌঃ ইসমাঈল ও সায়্যেদ আহমাদ কে শহীদ করেছে। (মাক্বালাতে স্যার সায়্যেদ, নবম খন্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ২

সায়্যেদ আহমাদ রায়বারেলবী ও মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী যখন ‘পঞ্জতার’ নামক স্থানে পৌঁছায় তখন ফতেহ খাঁন নামক এক ধনী ব্যক্তি শুরুতে এদের আপ্যায়ণ করেন। এই ভাবে এরা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে এবং সেখানকার লোকেদের প্রতি ক্রমশঃ অত্যাচার ও দুরাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাদেরকে বদ আকীদা, বদ মাযহাব ইত্যাদি ঘোষণা করতে থাকে। ফলতঃ সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং সেখানকার পাঠানরা এদেরকে (সায়্যেদ আহমাদ ও ইসমাঈলকে) সেখানেই হত্যা করে দেন। এরা স্বীয় অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে পাঠানদের(মুসলমানদের) হাতে মারা যায়।” (খুনকে আসূঁ ৩৩+৩৪ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৩

ফাক্বীহে আযম দেওবন্দ লিখেছেন –

“সায়্যেদ সাহেব প্রথম জেহাদ ‘ইয়াগিস্থান’ এর হাকিম ইয়ার মুহাম্মাদ

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

খাঁনের সহিত করেছিলেন” (তাযকেরাতুর রাশীদ ২ খন্ড ৩৭ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত নাঙ্গেদ্বীন মাঙ্গেওয়াতান ১১০ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৪

দেওবন্দী মৌলবী মির্যা হায়রাত লিখেছে –

মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর পার্সোনাল সেক্রেটারী মুনশী ‘হিরা লাল’ ছিল, এবং একজন হিন্দু সিপাহী ‘রাজা রাম’ তার নির্দিষ্ট বিশ্বস্ত ব্যক্তিছিল যে তোপ চালনার ইঞ্চার্জে ছিল, সে এত শীঘ্র গুলি চার্জ করে যে দুররানীদের (মুসলমান পাঠানদের) পা অস্থির হয়েপড়ে (হায়াতে তায়্যেবা ৩৩-৭৬ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গেওয়াতান ১০৪ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৫

সায়্যেদ আহমাদের নিকট যখন মোজাহিদগণ একত্রিত হচ্ছিলেন, তখন মৌলবী ইসমাঈলের পরামার্শ অনুযায়ী সায়্যেদ সাহেব শায়েখ গোলাম আলী (রায়ীসে এলাহাবাদ) মারেফত লেফটেনেন্ট গভর্নরকে জ্ঞাত করালেন যে, আমি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রস্তুতি করছি। এতে সরকারের কোন দ্বিমত তো নাই ? প্রত্যুত্তর লেফটেনেন্ট গভর্নর পরিস্কার ভাবে লিখে পাঠালেন যে, আমার আমলদারীতে যদি কোনরূপ বিঘ্ন ও অশান্তি না ঘটে থাকে তাহলে এতে আমার কিছুই আসে যায় না।” (হায়াতে তায়্যেবা ২০৩ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৬

ওহাবীদের মনোনীত মৌলবী হুসেন আহমাদ মাদানী লিখেছেন সায়্যেদ সাহেবের হিন্দু শাসকদের সাহায্য চাওয়া ও লড়ায়ের জন্য তাদেরকে আহ্বান করা এবং তোপ খানার প্রধান অফিসার, রাজা রাম রাজপুতকে নিয়োগ করা থেকে প্রমাণ হয় যে, সায়্যেদ সাহেবের উদ্দেশ্য হিন্দুদেরকে স্বীয় অধীনে করার ছিল না বরং তাদেরকে রাজত্বের শরীক বানানোর ইচ্ছা ছিল।” (নক্বশে হায়াত ২য় খন্ড ৪২২ পৃষ্ঠ, সংগৃহীত নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গে ওয়াতান ১০৭ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৭

এক ওফাদার হিন্দু যে মৌলানা শহীদ (সায়্যেদ আহমাদ) এর কৃতজ্ঞ

ছিল, সে গুলি চালনার কাজে নিযুক্ত ছিল; এত শীঘ্র সে গুলি চালায় যে দুররানীদের (মুসলমানদের) পা অস্থির হয়ে পড়ে। ঐদিকে মৌলানা শহীদ (সায়্যেদ সাহেব) তাদের উপর আক্রমন করে বসে কত জন দুররানী (মুসলমান) সেখানে মারা গেছেন তা সঠিক জানা যায়নি। হ্যা, তবে যত জনকে সে (সায়্যেদ) ছেড়ে গেছে তাদের সংখ্যা ৪০০ (চারশত) থেকেও বেশি ছিল। (হায়াতে তায়্যেবা ৩২১+৩২২ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গেওয়াআন ১১১ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৮

“৬ রাবিউল আউওয়াল ১৮২৯ সালে (সায়্যেদ আহমাদের) তরফ থেকে পোশাওয়ারের হাকিম সুলতান মুহাম্মাদ খানকে, তার জবাবে হাকিম সাহেব লিখে পাঠান –‘তোমাদের আক্বীদা (বিশ্বাস) নিকৃষ্ট এবং নিয়্যাত (উদ্দেশ্য) জঘন্য প্রকাশ্যে সাধক সেজে হৃদয়ে রাজত্বের আকাঙ্খা।” (সায়্যেদ আহমাদ শহীদ ৬১৪ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত-নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গেওয়াতান ১১৩ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৯

“১৮৩০ সালে সুলতান মুহাম্মাদ খানের আমলদারী ‘পোশাওয়ার’ এবং ‘কোহাট’ এর উপর সায়্যেদ সাহেব হামলা করে। এই সংঘর্ষে দুই হাজার মুসলমানদের কে ওহাবীগণ শহীদ করে, আর এক হাজার মুসলমান ক্ষত বিক্ষত হয়। শেষে সুলতান মুহাম্মাদ খান সাহেবের পরাজয় হয়।” (তাওয়ারীখে আজীবা ১৪৯ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত নাঙ্গেদ্বীন নাঙ্গেওয়াতান ১১৩ পৃষ্ঠা)।

প্রিয় পাঠক ! সায়্যেদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীর “জেহাদ নামক আন্দোলনের এটা একটি বিশেষ রহস্যজনক অংশ। যার ব্যাখ্যা করতে হলে একটি বৃহৎ কলেবর গ্রন্থ দরকার। যাই হোক পূর্বোল্লেখিত প্রমাণাদি সবকটাই দেওবন্দী ওহাবীদেরই গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করলাম যাতে তারা না বলতে পারে যে, সুন্নীদের সাথে আমাদের মত পার্থক্য থাকায় তারা এই সব মনগড়া কথা লিখেদিয়েছে। উপরে বিবৃত এবারতগুলি দ্বারা যথেষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেটা জেহাদ তো ছিলই না, বরং তা দ্বারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ প্রাপ্তিরই উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজ বন্ধুত্বর পরিচয় দানে কিংবা আফগানী

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে মুসলিম শক্তি কখনোও ঐক্যবদ্ধ হত না। সুতরাং মুসলিম শক্তিকে আফগানী পাঠানদের উপর ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভারতের নাগরিকদের নিকট বলে বেড়াচ্ছে যে, এটা সাধীনতা সংগ্রামের একটি অঙ্গ।

আমাকে অবাক লাগে যে, তারা যদি জেহাদে যায় তবে হিরা লাল ও রাজা রাম এর মত গলগলা কাফের, মুশরিক, ইসলামদ্রোহী হিন্দু কিকরে সায়্যেদ সাহেবের বিশ্বাসিত ব্যক্তি ছিল, তোপখানার ইঞ্চার্জ; সেই রাজা রাম কাদের উপর শীঘ্র গুলি চালিয়ে ছিল ? খোদা জানে এরা ইংরেজদের সওদাবাজীতে কত গরীব মুসলমানের মাথা খেয়েছে, কত সন্তান এতীম হয়েছে, কত হতভাগিনীর সোহাগ লুটেছে, কত জননী নিঃসন্তান হয়েছে, কত গোষ্ঠী খর্ব হয়েছে, কত বেগুনাহ মুসলমানের সংসার দিন দুপুরেই লুটেগেছে। অফসোস, শত আফসোস তারাই আজ শহীদ নামে পরিচিত।

এই সমস্ত অত্যাচার নির্যাতন, মুসলমান তথা সুন্নী হানাফীদের জেনে শুনে করেছে। আর আল্লাহ পাকের হুকুম –

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا .

অর্থাৎঃ– যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম তাতেই সে চিরকাল থাকবে। (সূরা আন নিসা ৯৩ আয়াত, ৫ পারা)।

وَلَا تَعْثَوْافِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

অর্থাৎঃ– পৃথিবীতে ফ্যাসাদ (অনর্থ) সৃষ্টি করে ফিরোনা। (সূরা শো'আরা ১৮৩ আয়াত, ১৯ পারা)।

وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

অর্থাৎঃ– আল্লাহ পাক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল মায়েদাহ, ৬৪ আয়াত, ৬ পারা)।

সুতরাং ক্বোরআন ও হাদীসের সমস্ত বানীকে ত্যাগ করে শরীয়তের বিপরীত জেহাদের ফতওয়া প্রদান করে সাধারণভাবে মুসলমানদের হত্যা

করেছে এবং মুসলমানদেরই হাতে সে (সায়্যেদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবী) মৃত্যু বরণ করেছে। এই অবস্থাতে তাকে 'শহীদ' এবং 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' কি করে বলা যেতে পারে ? আর জেহাদেরও তো প্রয়োজন ছিল না। কারণ ইংরেজদের রাজত্বে মুসলমানদের উপর কোন রকমের দায়িত্য পালন করা ইসলামের দৃষ্টিতে জরুরী ছিল না। হ্যা যদি বলা হয় যে, শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেছিল, তো আমি বলবো কোলকাতার উপর আক্রমন কেন করা হয়েছিল ? ফারঙ্গীমহলের আলেম সম্প্রদায়ের উপর জেহাদের ফতওয়া কেন দেওয়া হয়েছিল ? আবার লাহোরের হানাফী আলেমগণের উপর কুফর ও জেহাদের ফতওয়া কেন প্রদান করা হয়েছিল? এবং ইউসুফ যায়ী আফগানীদের উপর হামলা করে হাজার হাজার মুসলমানদেরকে হত্যা করে দেওয়া হল আর কাবুলের আমীরের ভাইকে অবৈধ হত্যা করে দেওয়া হল। শিখদের সাথে কিসের লড়ায় ও জেহাদ করেছে ? সায়্যেদ সাহেবের তো শেষে একটাই লড়ায় শের শিং এর সাথে হয়েছিল, যাতে সায়্যেদ সাহেবের অজ্ঞতার জন্য ৮ হাজার মুসলমানকে মাত্র ৫ হাজার সৈন্যের হাতে হত্যা করিয়ে দিল এবং সেও (সায়্যেদ সাহেবও) একই ছররায় (বন্দুকের গুলিতে) সেই মইদানেই মৃত্যু বরণ করল । সুতরাং এই সব কর্মে শাহাদাত (শহীদত্ব) লাভ করা যায় না। এই সব কর্মকারী চিরকালই জাহান্নামের লোকমা হয়ে থাকবে যা উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়। তাছাড়া মৌলবী রাশীদ আহমাদ গাঙ্গূহী লিখেছে –

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ

অর্থাৎঃ– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মোমিন ব্যক্তিকে গালি দেওয়া ফিসক (গুনাহ) এবং তাকে হত্যা করা কুফরী। (ফাতাওয়া রাশিদীয়া ১ম খন্ড ১২২ পৃষ্ঠা)

সুতরাং নিজ বাড়ির ফতওয়াতেই সায়্যেদ সাহেব কাফের হচ্ছে কিনা ভাবুন !

Sunniduniya.in

Sunniduniya.in

সায়্যেদ আহমাদের সিলসিলায় মুরীদ হওয়া যাবে না।

প্রমাণ নং– ১

হুযুর মুফতীয়ে আযমে হিন্দ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন –

“সায়্যেদ আহমাদ যে সিলসিলায় থাকবে সেই সিলসিলার বায়আত গ্রহণ করা সঠিক নয়; তা মুনকাতা (লুপ্ত, বাতিল)। (মার্দে জাওযা মোজাহিদে মিল্লাত ২৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং– ২

হুযুর মোজাহিদে মিল্লাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন – “তার (সায়্যেদ সাহেবের) পীর যখন তাকে তাসাউয়ুরে শায়েখ (পীরের ধ্যাণ) এর শিক্ষা দিলেন তখন তার উত্তরে সে বলল এটা তো শেরেক ! আমি শেরেক করবনা। বলুন এই উক্তিতে তো তার পীরমুশরিক হয়ে গেলেন। (নায়্যু বিল্লাহ) সুতরাং তার বায়আত কোথাই থাকল ? সে তো তরীক্বত ত্যাগী হয়ে গেল। এই কারণে যত সিলসিলায় এ (স্যায়্যেদ) থাকবে সকলেরই একই অবস্থা হবে।” (মার্দে জাওযা মোজাহিদে মিল্লাত ২৪৫ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৩

হুযুর মোজাহিদে মিল্লাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও লিখেছেন – “তার (সায়্যেদ সাহেবের সিলসিলায় যারা দিক্ষিত আছে কর্তন থেকে বাচার জন্য অন্য কোন দুরস্ত(সঠিক) সংযোজিত সিলসিলায় বায়আত গ্রহণ করা উচিৎ। (মার্দে জাওযা মোজাহিদে মিল্লাত ২৮৯ পৃষ্ঠা)।

প্রমাণ নং– ৪

হুযুর বাদরুদ্দীন আহমাদ ক্বাদরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এক ফাতওয়ার উত্তরে লিখেছেন – “সায়্যেদ আহমাদ রায়বারেলবী সঠিক আক্বীদাবলম্বী সুন্নী ছিলনা। সুতরাং তার সিলসিলার বায়আত গ্রহণ করা যাবেনা। আর যারা তার সিলসিলায় বয়আত গ্রহণ করেনিয়েছে সে তার

বায়আত ভঙ্গ করে দ্বিতীয় উপযুক্ত সুন্নী পীরের হাতে বায়আত গ্রহণ করেনিবে।” (ফাতাওয়া ফায়যুর রাসূল ১ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা)।

এক প্রশ্ন সকলেরই মস্তকে ভেষে উঠতে পারে যে, ফুরফুরা পন্থীদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম-এর হাযির-নাযির নূরের সৃষ্টি ও তাঁর ইলমে গায়েব ইত্যাদি সম্পর্কে সুন্নীদের মতই আক্বীদা পোষণ করে, তাদের হাতে কি বায়আত তথামুরীদ হওয়া যাবে ? উত্তরে আমি বলব যে, তাদের হাতেও মুরীদ হওয়া যাবে না। কারণ যেহেতু তাদের সিলসিলাতে সায়্যেদ আহমাদ রায়বারেলবী আছে সেহেতু সেই সিলসিলাও বাতিল। সুতরাং যাদের পীরত্বই বাতিল তাদের হাতে মুরীদ হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসেনা। তাছাড়া সুন্নীদের ন্যায় আক্বীদা পোষণ করলেও তারা দেওবন্দের ফাতওয়া প্রাপ্ত আলেমদের অনুসারী; তাদেরকে সুন্নী হানাফী খাঁটি তরীকত ও তাসাউফ পন্থী মুসলমান মনে করে। আর যে ব্যক্তি এই মত আক্বীদা (বিশ্বাস) পোষণ করবে এবং নবীদ্রোহী হবে তার সম্পর্কে শেফা শরীফ’ এর ফয়সালা শুনুন !

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর শান ও মানকে খর্ব করবে সে ব্যক্তি কাফের এবং যে ব্যক্তি তার দোযোখী ও কাফের হওয়াতে সন্দেহ করবে সেও কাফের হবে। (শেফা শরীফ ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা)

ইতি –

মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

মানিকচক, মালদা, (পঃবঃ)

১৪, জামাদীউল আউওয়াল ১৪৩৮ হিঃ

১২, ফেব্রুয়ারী ২০১৭

রোজ রবিবার রাত ১০ টা।

নুতুন নুতুন pdf বই ও
ইসলামীক গজল ওয়াজ পেতে যুক্ত থাকুন
Sunniduniya.in এ

Sunniduniya.in